নমঃ জগদ্দীশ্বরায়।

ভুবন মোহিনী গ্রন্থ।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস

কর্ত্তৃক

গৌড়িয় সাধুভাষায় বিরচিত

হইয়া।

সুবিজ্ঞজন দ্বারায় সংশোধন

হইয়া।

সন ১২৬৬ শালাব্দে।

শ্রীরামচন্দ্র মিত্রের

জ্ঞানোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

বালাখানার ষ্ট্রিট ১৩ নং বাটী।

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে সিমিলায় কাঁসারি পাড়ার পূর্ব্বে বড় রাস্তার পশ্চিমাংশে ৪১ নং বাটীতে পাইবেন।

মূল্য ৮৵।

ভূমিকা।

নাট্যরস তত্ত্বজ্ঞ নায়ক নায়িকাভাবজ্ঞ বিজ্ঞ জন গণের মনোমোহনার্থে এক মনোহর নায়ক নায়িকা সদ্ভাব সমুচিত সঙ্গীত সহযোগে বিবিধ ছন্দে পদ্যা বলী প্রবন্ধে প্রচলিত সাধুভাষায় এই ভুবন মোহিনী নামক পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে ইহা পাঠ করিলে সুরসিকের হৃদয়াকাশে এক অভিনব কাব্যরস প্রবেশ করত চিত্তোল্লাস করিবেক এই অভিপ্রায়ে স্বীয় সহকারিদিগের আশ্বাস অব লম্বন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত হইল। হে সাধুজন মহা শয়েরা আমার এই নিবেদন যেমন ক্ষীরগ্রাহি হংসেরা সলিলাক্ত দুগ্ধের সারভাগ গ্রহণ করে তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক এই গ্রন্থের বারি স্বরূপ দোষ পরিবর্জ্জন করিয়া সারাংশ গ্রহণ করিবেন ইতি।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস।

(/)

নির্ঘণ্ট পাত্র অঙ্ক

গণেশ বন্দনা ১
সরস্বতীবন্দনা ২
ভগবতী বন্দনা ৫
গ্রন্থারম্ভ ৭
ভুবনের জন্ম বৃত্তান্ত ৯
মোহিনীর জন্ম ১১
হরিভাটের রাজ সভায় প্রবেশ ১৪
ভুবন নিকটে হরিভাট মোহিনীর সংবাদ দেন ১৬
মোহিনীর রূপ ভাটমুখে শুনিয়া ভুবনের বিলাপ ১৮
ভুবনের প্রতি পাত্র পুত্রের উত্তর ২২
শ্রীকৃষ্ণের স্তব ২৭
সন্ন্যাসীর নিকটে ভুবনের বর প্রাপ্ত ২৯
ভুবনের পদ্মনগীর বাটী গমন ৩৬
পদ্মনগীর নগর বাসিনী দিগকে সংবাদ দেওন এবং নগর বাসিনীর গণক নিকটে নিজ নিজ অভিপ্রায় গণনা ৪০
রাজকন্যাকে দেখিবার জন্য ভুবনের উদ্যোগ ৪৬
ভুবনের মোহিনী দর্শনে যাত্রা ৫০
ভুবন মোহিনী উভয়ে দর্শন ৫৯
বসন্তের আগমন ৬৭

নির্ঘণ্ট　　　　　　　　　　পত্র অঙ্ক

মোহিনী বসন্তে তাপিতা হইয়া মদনের প্রতি ভর্ৎসনা	৭০
মোহিনীর মলিন রূপ দেখিয়া সখীগণের জিজ্ঞাসা	৭৩
সখীদের প্রতি মোহিনীর উত্তর	৭৫
মোহিনীর প্রতি কামিনীর প্রবোধ উক্তি	৭৯
কামিনী প্রতি মোহিনীর উত্তর	৮২
রাণীর নিকটে সখীদের গমন	৮৬
মোহিনীর নিবেদন পত্রে ভুবনের পাঠ	৯১
মোহিনীর স্বয়ম্বরা	৯৩
মোহিনীর রূপ দেখিয়া রাজাদের মনে মনে অভিপ্রায়	৯৬
চোর বিপ্রের ইতিহাস	১০৪
ভুবনের বন্দিগৃহ হইতে কালিকার স্তব	১০৮
রাজার প্রতি কালিকার স্বপ্ন	১১২
ভুবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ	১১৫
মোহিনীর সজ্জা	১১৯
সজ্জাযুক্ত রূপ বর্ণনা	১২১
বাসর সজ্জা	১২৩
ভুবনের স্বদেশে গমন উদ্‌যোগ এবং গমন	১২৯
উন্মাদিনীর সহিত ভুবনের মিলন	১৩৫
গ্রন্থ সমাপ্ত	১৪৩

গণেশ বন্দনা ।

ত্রিপদী ছন্দ ।

প্রনমামি নিরন্তর, দেব দেব লম্বোদর,
বিশ্বের ঠাকুর বিশ্বময় ।
হর প্রিয়া প্রাণ ধন, বন্দ প্রভু গজানন,
বিঘ্নহারী বিঘ্ন কর ক্ষয় ॥
পায় পদ্মে পদ্ম শোভে, অলিকুল মধুলোভে,
গুঞ্জরিয়া সদা করে গান ।
সুনব চম্পক কলি, জিনি তায় পদাঙ্গুলী,
কোটি চন্দ্র নখে শোভা জ্ঞান ॥
রম্ভাতরু জিনি উরু, নিতম্ব তাহে সুচারু,
নাভি পদ্ম অতি সুগভীর ।
জিব, তায় শোভা পায়, প্রভাতে অরুণোদয়,
বর্ণ হেরি নাহি হয় স্থির ॥
লম্বিত শোণিতাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
মহাবীর দুর্জয় সমরে ।
কটকাদি চমৎকার, শঙ্খ চক্র গদা আর,

পদ্ম শোভে পদ্ম চারি করে ॥
শিরে শোভে করিশুণ্ড, করিতে ভূতের দণ্ড,
একদন্ত তাহে উপাড়িল ।
ভূতগু নিজ ভক্ত জানি, তোমা তুমি ভবরাণী,
সেইদন্ত বিপরীত কৈল ॥

যে তব স্মরণ করে, যদ্ধেতে তাহার করে,
শমনের নাহি পরিত্রাণ ।
যজ্ঞপাটা যেই শোভা, তুলনা আছয়ে কিবা,
নাহি জানি তাহার নিদান ॥
জয় প্রভু ধন্য ধন, দেব আগ্রে অগ্রগণ,
তবকৃপা আগমে বাখান ।
রথ বাজী উষ্ট্র করী, সকলেরে ত্যজ্য করি,
কর প্রভু মূষিক বাহন ॥
কে জানে তব মহিমা, পুরাণে নাহিক সীমা,
মুনিগণ নাহি পায় ধ্যানে ।
সিদ্ধেশ্বর মহেসার, কি গুণ বর্ণিব আর,
তব প্রভু এহীন বিষয়ে ॥
নিজ গুণে গণপতি, এ নরাধমের প্রতি,
যদি কর কৃপাবলোকন ।
তবে হয় বিঘ্ন নাশ, পূরয়ে মনের আশ,
করিলাম চরণ বন্দন ॥

সরস্বতী বন্দনা ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ।

ব্রহ্মমাতা বাকবাণী, সারদা বরদায়িনী,
শ্বেতরূপা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিণী ।
শ্বেত শত দলাসনা, শ্বেত বস্ত্র পরিধানা,
বেদমাতা ব্রহ্মাণ্ড পালিনী ॥

যন্ত্রী যন্ত্র অগণনা, তারা মান বাদ্য নানা,
সেবে তব চরণ সরোজে।
সাতসুর তিন গ্রাম, রাগরাগিণীর ধাম,
শ্বেত বীণা তব শ্বেত ভুজে॥
চারি বেদ আদি বিদ্যা, সকলের তুমি আদ্যা,
তোমাকে নাহিক কিছু আন।
সৃষ্টি রাখিবার আশে, জীব পুঞ্জ কণ্ঠ দেশে,
ওগো মা তোমার অধিষ্ঠান॥
সুখদাত্রী দুঃখ হরা, অজ্ঞান তিমির হরা,
বিশ্বমাতা তুমি বিশ্বে সার।
তব দয়া থাকে যারে, তারে বিশ্বে পূজা করে,
ওমা তব মহিমা অপার॥
যে জানে তোমার তত্ত্ব, সেই জন সত্য সত্য,
সত্য সত্য জনম তাহার।
বিদ্যাহীন যেই জন, তাহার বৃথা জীবন,
নাম তার মূর্খ দুরাচার॥
তোমায় পূজে মুনিগণ, করে বেদ অধ্যয়ন,
সেই বিদ্যা দ্বিবিধা বিস্তার।
ব্যাস বাল্মীক আদি, তব পদ নিরবধি,
পূজা করি বিখ্যাত সংসার॥
তব চিন্তা করে যেই, নর মধ্যে গণ্য সেই,
রাজার সভায় পায় মান।
তার দোষ নাহি ধরে, সবে গুণ ব্যাখ্যা করে,
বিপদে সে পায় পরিত্রাণ॥

অহংকারে মত্ত হৈল পাপ কংসাসুর।
অসমঙ্করী হৈয়ে তার দর্প কৈলে চুর॥
মহামত্ত মহিষাসুর বড় ত্রিসংসারে।
দশভুজা রূপে বদ্ধ করিলে তাহারে॥
কারেবা সদয় হয়ে দেহ মহাসুখ।
তোমারে না জেনে কেহ পায় নানা দুঃখ॥
অপার মহিমা তব বিস্তার পুরাণে।
তব তত্ত্ব জ্ঞানহীন জনে কিবা জানে॥
সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বকার বলে অবশেষে।
নিবেদন করি মাতা বন্দনা বিশেষে॥
তারগো২ তারা এই দীনহীনে।
অকিঞ্চনে কৃপা করি রেখগো চরণে॥
ভজন সাধনের আমি নাহি জানি তত্ত্ব।
সংসার বিষয় আশে সদা আছি মত্ত॥
তত্রাপি যদ্যপি মাগো করিব সাধন।
চিন্তানলে দগ্ধ সদা হয় মম মন॥
সে চিন্তা অসার চিন্তা চিন্তায় চিন্তায়।
কালের বশে কালগত কালাগত হয়॥
কি হইবে ওমা দুর্গে উপায় আমার।
ভবে ভবানি কেবল ভরসা তোমার॥
ত্রিগুণধারিণী নাম জানিয়া এবার।
তাই ডাকিগো দুর্গে তোমায় বারম্বার॥

বন্দনা সমাপ্তা।

গ্রন্থারম্ভ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

উজ্জয়িনী নগরে ধাম, বিক্রম আদিত্য নাম,
বহুগুণান্বিত মহারাজ।
নবরত্ন সভাসদ, সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ,
কালিদাস প্রভৃতি সমাজ॥
দ্বিজে ভক্তি ধর্ম্মে রত, নিত্য দানে অবিরত,
ক্ষমাবান পরম দয়াল।
নীতি মত ব্যবহারে, রাজা করে সুবিচারে,
প্রজাগণ সুখে হয় কাল॥
নাবে নিজ রত্নধামে, রত্নময় সিংহাসনে,
উপবিষ্ট আছেন রাজন।
হেন কালে উপস্থিত, সুধার্ম্মিক বেদবিৎ,
তেজঃপুঞ্জ বিপ্র এক জন॥
করি কর উত্তোলন, রাজপ্রতি সে ব্রাহ্মণ,
ধন্যবাদে করেন কল্যাণ।
রাজা অতি সমাদরে, পাদ্য অর্ঘ্য ব্যবহারে,
রত্ন দিয়া রাখিল সম্মান॥
মহামূল্য রত্ন পেয়ে, বিপ্র অতি হর্ষ হয়ে,
রাজ অগ্রে বলেন তখন।
চেষ্টা ব্যতিরেকে হয়, কোন কার্য্যে ফলোদয়,
ইহা অতি আশ্চর্য্য দর্শন॥

এতেক দ্বিজের বাণী, সভাসদ গণ শুনি,
প্রত্যুত্তর কেহ করে তায়।
"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র,"
ভাগ্যে যদি থাকে ফল অনায়াসে পায়॥
এমত উত্তর শুনি, কহে দ্বিজ মহাজ্ঞানী,
সকলেরে করি সম্বোধন।
"চেষ্টাধীনং ভবেৎকার্য্যং," শাস্ত্রের লিখন।
দৈবের ঘটনা যাহা, অবশ্য ফলিবে তাহা,
ইহা সার ভাবি যেই জন।
কোন চেষ্টা নাহি করে, আলস্যেতে কাল হরে,
মাত্র কাপুরুষের লক্ষণ॥
দৈবে করেন ঘটনা, তাহে আর উপাসনা,
কর্ত্তে হয় একান্ত অন্তরে।
দৈবরূপ ভূমিযুক্তে, চেষ্টারূপ রসাসিক্তে,
কর্ম্মবৃক্ষে প্রাপ্যফল ধরে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধধন, কত কষ্টে উপার্জ্জন,
তাহার উপমা ইতিহাস।
কহি তবে মহীপতি, যদি পাই অনুমতি,
তব কাছে করিয়া প্রকাশ॥
দ্বিজের বচন শুনি, তুষ্ট হয়ে নৃপমণি,
কহে বহু করিয়া বিনয়।
যদি কৃপা বিতরণে, অভিনব উপাখ্যানে,
সন্তোষ করেন মহাশয়॥

রাজার আদেশ পেয়ে কহে দ্বিজ হৃষ্ট হয়ে,
বিস্তারিয়া সভা বিদ্যমান।
শুন২ গুণধাম, ভুবন মোহিনী নাম,
ইতিহাস সুধার সমান ॥

ভুবনের জন্ম বৃত্তান্ত ।

পয়ার॥ একদিন মহামায়া মহাদেব সঙ্গে।
ধরাধরে ক্রীড়া করে অতি মনোরঙ্গে ॥
ইতিমধ্যে এক দৈত্য উদয় তথায়।
মহাকাল নাম তার কালান্তক প্রায় ॥
দেখিয়া দোঁহার রঙ্গ হাসিল তখন।
তাহা দেখি হৈলা দুর্গা সম হুতাশন ॥
দৈত্যেরে বলেন ক্রোধে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
এত অহংকার মোরে কর উপহাস ॥
এই হেতু অভিশাপ করিলাম তোকে।
নর হয়ে জন্ম লহ গিয়া মর্ত্য লোকে ॥
ভবানীর বাণী শুনি আকুল হইল।
কান্দিয়া সে মহাকাল পর্ব্বতে পড়িল ॥
যুড়িয়া যুগল কর বহু করে স্তুতি।
কৃপাকরি রাখ গো মা আমি দীন অতি ॥
আমি যে অধম দৈত্য তোমারে না জানি।
না জেনে করেছি দোষ ক্ষম গো সর্ব্বাণি ॥
আমি অতি মূঢ়মতি ভীত অকিঞ্চন।
না জানি মা তব তত্ত্ব আমি অভাজন ॥

ভয়েতে আকুল মাতা দেহ গো অভয়।
ক্ষুদ্র পক্ষে গুরু দণ্ড উচিত না হয়॥
এই রূপে মহাকাল বহু করে নতি।
কাতর দেখিয়া দয়া করেন পার্ব্বতী॥
চাহিয়া দৈত্যের প্রতি কহেন তখন।
দিয়াছি যে শাপ তোরে না হবে খণ্ডন॥
কিছুদিন ভোগকর গিয়া ক্ষৌণী লোকে।
পুনর্ব্বার পাবে স্থান ত্রিপিষ্টপ লোকে॥
অতএব জন্ম লহ আমার বাক্যেতে।
হরিহর রাজ গৃহে মগধ রাজ্যেতে॥
তখন বলিল দৈত্য যুড়ি দুই কর।
বিপদে সদয়া হৈও এই দেহ বর॥
তথাস্তু বলিয়া মাতা করিলা গমন।
দেখিতেং দৈত্য হইল পতন॥
হরিহর মহারাজা বড় পুণ্যবান।
তার জায়া রূপবতী পদ্মার সমান॥
সতী ভাগ্যবতী সে অপর্ণা তুল্যা হয়।
জয়াবতী নাম নিজে বাক বাণী প্রায়॥
কাশীপীতে মান্য সেই মগধ ঈশ্বর।
নর দেহ ধরি হইল তাহার কুমার॥
পুত্র দেখি মহারাজা হরিষ অন্তরে।
অবরোধ বাসি ভাসে আনন্দ সাগরে॥
উর্ব্বরা ভূমি বস্ত্রাদি অমূল্য রতন।
কাণ খঞ্জ অন্ধ দুঃখি দ্বিজে বিতরণ॥

যে যাহা বাঞ্ছা করে পুরায় মনোরথ।
এই রূপে দান করে নরদেব নাথ॥
দিনে২ বাড়ে সেই রাজার নন্দন।
ক্রমে পূর্ণ হয় কলা চন্দ্রের যেমন॥
ছয় চন্দ্র মধ্যে পেয়ে সুদিন সুক্ষণ।
মহা আড়ম্বরে করাইল অন্নাশন॥
দ্বিজগণে নাম তার দিলেন ভুবন।
দিনে২ বাড়ে সেই ভুবন মোহন॥
ক্রমেতে হইল ক্রমে পঞ্চম বৎসরে।
[illegible] সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত শিক্ষা করে॥
[illegible] শিক্ষার্থে দিল সমর্পণ করিয়া।
মহা বিদ্যাবান হইল লিখিয়া পড়িয়া॥
ভুবনের জন্ম কথা হইল সমাপন।
পরে মোহিনীর শুন জন্ম বিবরণ॥

মোহিনীর জন্ম।

পয়ার॥ একদিন দেবরাজ সভায় বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে দেবগণ বসেছে বেড়িয়া॥
নারদাদি মহাতপা দেব ঋষিগণ।
চৌদিকে বসেছে সব করিয়া বেষ্টন॥
হেনকালে আনন্দিত হয়ে সুরপতি।
নাচিবারে আজ্ঞা দিলা অপ্সরীর প্রতি॥
মেনকা উর্ব্বশী নাচে ঘৃতাচী অপ্সরী।
মহানন্দে নৃত্য করে যত বিদ্যাধরী॥

ইতি মধ্যে পিঙ্গল নামেতে মহাঋষি।
ইন্দ্রের সভায় উপনীত হইল আসি॥
কাম ভাবে মত্তা হয় ঘৃতাচী অপ্সরী।
তাল ভঙ্গ হইল তায় মুনিবরে হেরি॥
দেখিয়া তাহার রীতি সে ঋষি পিঙ্গল।
ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল॥
এত অহংকার মোরে ব্যঙ্গ কর দেখে।
এস্থান ছাড়িয়া জন্ম লহ স্থিরা লোকে॥
শুনিয়া মুনির কথা অপ্সরী তখন।
কাতরে কাঁদিয়া কৈল চরণ বন্দন॥
একে আমি জ্ঞান শূন্য তাহে হীন নারী।
তব তত্ত্ব আমি প্রভু কি বুঝিতে পারি॥
দয়া করি মম শাপ ঘুচাও ত্বরিত।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড না হয় উচিত॥
এই রূপে বহু স্তুতি অপ্সরী করিল।
কাতরা দেখিয়া মুনির দয়া উপজিল॥
মম বাক্য অন্যথা না হবে কদাচন।
কিছু দিন অন্তে শাপে হইবে মোচন॥
মহামায়া শাপ দিয়াছেন দৈত্য প্রতি।
জনম লয়েছে সেই মগধ বসতি॥
উভয়ে মিলন তব হইবে যখন।
কিছু কাল ভোগ করি আসিবে তখন॥
ভূমি লোকে জন্ম লহ কাঞ্চন খণ্ডেতে।
কালপরিপূর্ণ হলে আসিবে স্বর্গেতে॥

অমোঘ মুনির বাক্য না হয় লংঘন ।
কাঞ্চন খণ্ডের ঘরে জন্মিলা তখন ॥
ভাগ্যবতী সতী রাণী পরমা সুন্দরী ।
গর্ভ পূর্ণে প্রসবিল উত্তমা কুমারী ॥
তাহার রূপেতে হৈল আবাস উজ্জ্বল ।
নগর বাসিনী দেখি আনন্দে বিহ্বল ॥
সপ্ত শশী নিয়মিত শাস্ত্র ব্যবহারে ।
নানা রসে অন্নাশন করায় কন্যারে ॥
রূপ দেখি মহারাজ হয় হইল অতি ।
মোহিনী তাহার নাম রাখিল ভূপতি ॥
পালন করেন সুখে কন্যা মায়ে রাণী ।
দিনে দিনে বাড়ে রূপ ভুবন মোহিনী ॥
অসিত পক্ষের শেষ হইলে যেমন ।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হয় চন্দ্রের কিরণ ॥
বনপ্রিয় ধ্বনি জিনি মোহিনীর ভাষ ।
ওষ্ঠাতি সুন্দর তায় মধুময় হাস ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ কাঞ্চন খণ্ডপতি ।
সুখার্ণবে মগ্ন হয়ে প্রফুল্লিত মতি ॥
মোহিনী দেখিয়া রাজা বলেন ভাবিয়া ।
যদি যোগ্য পাত্র বিধি দেন মিলাইয়া ॥
মনে মনে মহারাজ করিলেন স্থির ।
স্বয়ম্বরা হবে কন্যা বলেন সুধীর ॥

হরিভাটের রাজসভায় প্রবেশ।

পয়ার।

দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা কে খণ্ডন করে।
অন্য উপলক্ষে বিধি যোগা যোগ করে॥
বসিয়া আছেন রাজা সভা সজ্জা করি।
হেন কালে আইল ভট্ট নাম তার হরি॥
রাজপতি বলে ভাট প্রসারিয়া কর।
দেবতার স্থানে যাচ্ঞা করি নিরন্তর॥
মনের সুখে রাজ্য কর হৌক নিরাপদ।
চিরজীবী হওন রাজা আর সভাসদ॥
মহোপন বল বুদ্ধি হউক তোমার।
রাজধানী রাজ ভোগ বাড়ুক অপার॥
নানা বাক্যে নৃপতির বাড়ায় সম্মান।
পুরস্কার পেয়ে ভাট করিল পয়াণ॥
অতঃপর মোহিনীরে প্রাসাদ উপরে।
দাঁড়াইয়া পথ হৈতে নিরীক্ষণ করে॥
ভাবিলেন এই কন্যা হবেন রাজার।
আহা মরি একি রূপ হেরি চমৎকার॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভাট যায় তথা হৈতে
তারপর মনে মনে লাগিল ভাবিতে॥
এই যে কন্যার রূপ অতি শোভা পায়।
ইহার উচিত পাত্র না দেখি কোথায়॥
শুনেছি মগধ রাজ্য বড় চমৎকার।
বড় রূপবান আছে রাজার কুমার॥

তাহার নিকটে দিব এই সমাচার ।
বিবাহ যদ্যপি হয় পাব পুরস্কার ॥
ইহা স্থির করিলেন চিন্তিয়া মনেতে ।
চলিলেন হরিভাট মগধ রাজ্যেতে ॥
কত পথ কত গ্রাম যায় ছাড়াইয়া ।
তার পর উত্তরিল মগধে আসিয়া ॥
সম্মুখে দেখিল এক সুন্দর উদ্যান ।
নিকটে আসিয়া তার লইল সন্ধান ॥
বাগান মধ্যস্থে এক দীর্ঘ সরোবর ।
চারিধারে শিবালয় অতি শোভা কর ॥
তাহার পশ্চাতে এক মনোহর ঘর ।
বিরাজ করিছে রায় তাহার ভিতর ॥
দিব্যাসনোপরি বসি আছে রস রায় ।
ধীরে ধীরে আসি ভাট অন্তরে দাঁড়ায় ॥
রাজপুত্র যুবরাজ ভুবন নাম ধরে ।
রূপ লাবণ্য ভাবে ভুবন মনোহরে ॥
অতি গুণাকর সেই রসিক সুজন ।
কটাক্ষে হরণ করে কামিনীর মন ॥
সে রূপ দেখিয়া ভাট স্বমনে ভাবিছে ।
এই বর দেখি বিধি কন্যা সৃজিয়াছে ॥
ভুবনের দৃষ্টে ভাট নোয়াইল শির ।
কে তুমি কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসে সুধীর ॥
মোহিনীর বার্ত্তা লয়ে আনন্দিত মনে ।
বলিছে ভুবনে হরি বসিয়া গোপনে ॥

ভুবন নিকটে হরিভাট মোহিনীর সংবাদ দেন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন রাজার নন্দন, করি এক নিবেদন,
আমি ভট্ট বিখ্যাত সংসার।
নাম মম হরিভট্ট, নিবসতি গৌর হট্ট,
ভট্ট শ্রেষ্ঠ জাতিতে আমার॥
চরাচর বসুমতী, সর্ব্বত্র আমার গতি।
না জানি নাহিক হেন স্থান।
যে স্থানে গমন করি, সকলেতে কৃপা করি,
ভাট মধ্যে রাখে মোর মান॥
দেখিলাম রূপ যেই, বড়ই আশ্চর্য্য সেই
এমনার না হেরি কোথায়।
নগরে নগরে ফিরি, মনে মনে চিন্তা করি,
এই রূপ কব আর কায়॥
শুনিয়া তোমার নাম, আইলাম এই ধাম,
লইয়া যে তাহার বারতা।
শ্রুত হও মহাশয়, সে সব বলি তোমায়,
অপরূপ রূপ দৃষ্টি যথা॥
কাঞ্চন খণ্ডের পতি, অতি সুশীলতামতি,
দানে কল্পতরু সদাতা।
দয়াময় সে রাজন, ধর্ম্মে প্রীতি দৃঢ় মন,
তার গুণ কাহিনি যে গাঁথা॥

কুলে অকলঙ্ক শশী, ধনেতে কুবের ভাবি,
মানে দুর্য্যোধনের সমান ।
বলে অতি বলবান, তেজেতে তপন জ্ঞান,
বুদ্ধে বৃহস্পতি পরিমাণ ॥
সংগ্রামে তৎপর অতি, পালন প্রজার প্রতি,
সন্তান যেমন আপনার ।
শিষ্ট প্রতি পিতৃ সম, দুষ্টে জ্ঞান করে যম,
পণ্ডিত যেমন ক্ষুরধার ॥
শরণে অভয় দান, বিপদেতে পরিত্রাণ,
দুঃখি দেখে দুঃখিত অন্তর ।
সময়েতে বৃষ্টি হয়, রাজ্যে শস্য ক্ষয় নয়,
পুণ্যে রাজা যেন রত্নাকর ॥
তার কন্যা রূপবতী, নূতন যৌবনা অতি,
তারে দেখে লুকায় পদ্মিনী ।
ভানু জ্যোতিঃ প্রকাশিত, দেখি পদ্ম আনন্দিত,
সে জ্যোতি প্রকাশে অভিমানী ॥
দেখে তার কটি দেশ, করী আদি করে দ্বেষ,
আপন বদনে আপনায় ।
তার মুখ শশী দেখে, শশী থাকে অধোমুখে,
মৃগঅঙ্ক লইয়া লজ্জায় ॥
অক্ষ ছলে ক্রীড়া করে, ধনী রূপ সরোবরে,
বুঝি চক্রবাক চক্রবাকী ।
নর ব্যাধ শরজালে, বদ্ধ করিবার ছলে,
বদ্ধ নিজে অপরূপ দেখি ॥

মনে অনুমান করি, গমন দেখিয়া করী,
উরু দেশে রেখেছে স্বকর ।
মোহিনী নামে সে ধনী, মোহিত করয়ে মুনি,
দেব আদি গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥
প্রশংসিতে সেই নারী, এক মুখে আমি নারি,
সহস্রাক্ষ দেখে যদি রূপ ।
সেই যে আশ্চর্য্য ময়, কিঞ্চিৎ বিস্তারি হয়,
তবে যদি বলে নাগ ভূপ ॥
ভুবন নিকটে হরি, ইহা নিবেদন করি,
পাইয়া অধিক পুরস্কার ।
হয়ে হরষিত মতি, বিদায় হইয়া তথি,
গমন স্বস্থানে পুনর্ব্বার ॥

মোহিনীর রূপ ভাট মুখে শুনিয়া
ভুবনের বিলাপ ।
গীত । রাগিণী ভৈরবী
তাল আড়াঠেকা।

এতেক যতন কেন অনিত্য প্রেম
কারণে। তিলার্দ্ধ না হয় মন প্রিয়
জনে বিসমরণে ॥ মিলন হই
আশাশে, পড়িয়া দারুণ ফাঁশে,
ভয়না করে মানসে, পরে প্রাণ

নয়নে নাহেরি রূপ সদা এসে চক্ষে ॥
কিকথা শুনায়ে হরি গেলেন ভুবনে।
শ্রবণ বাসনা করে সেরূপ শ্রবণে ॥
শয়ন করিলে হয় শয্যার যাতনা।
মৃদু বাক্যে জ্ঞান করে বজ্রের ঝঞ্ঝনা ॥
নয়ন মুদিলে দেখে সেনব যৌবনী।
স্বপনেতে দেখে যেন নিকট গামিনী ॥
দৃষ্টি মাত্র নররাজ চেতন হারায়ে।
পুনঃসম্বরিয়া উঠে মোহিনী বলিয়ে ॥
এই রূপে যুবরাজ হইয়া আকুল।
এবিরহ তরঙ্গে কোথায় পাব কূল ॥
অ.হামরি দেখ একি ভাব চমৎকার।
না হতে পিরিতি তার বিচ্ছেদ অপার ॥
সেদিন হইল গত এরূপ করিয়া।
পরেতে ভাবিছে রায় বিরলে বসিয়া ॥
কারেবা কহিব তারে কেমনে পাইব।
কিরূপ প্রসঙ্গ ছলে তথায় যাইব ॥
তাহার উপায় চিন্তা করিয়া সুধীর।
অতঃপর মনোমধ্যে করিলেন স্থির ॥
পাত্র সুত মম প্রিয় সখা যে সর্ব্বথা।
তাহারে কহিব আজ এসব বারত্তা ॥
কোন ক্রমে সেই যদি হয়ে কর্ণধার।
এদুঃখ সাগর মাঝে যদি করে পার ॥
ইহা ভাবি বসিলেন হইয়া দুঃখিত।

হেনকালে পাত্রপুত্র হইল উপনীত ॥
দেখিয়া সখার ভাব ভাবে মনেমন।
কুণ্ঠিত হইয়া অতি জিজ্ঞাসে তখন ॥
কহ সখা একিভাব হইল উদয়।
দেখি কম্পান্বিত মন হইল হৃদয় ॥
কিকষ্ট উত্তাপে উথলিল দুঃখ সিন্ধু।
প্রকাশিয়া মম কাছে বল প্রাণ বন্ধু ॥
এতবাক্য শুনিয়া কহে রাজার নন্দন।
কিবা নিব শুন্যে মিত্র দুঃখের বচন ॥
যেই আশানলে অঙ্গ হতেছে দহন।
যেজনে শীতল সেই হয় বন্ধুজন ॥
প্রকাশিয়া বলি যদি সদুপায় হয়।
নতুবা বলাতে কিছু নাহি ফলোদয় ॥
পাত্রপুত্র বলে সখা যথা মম সাধ্য।
অবশ্য করিব কার্য আমি তব বাধ্য ॥
রাজাত্মজ বলে তবে শুন বিবরণ।
যে প্রচণ্ড দুঃখানলে দহিতেছে মন ॥
ভাটের সংবাদ বার্ত্তা। সব গুণাকর।
পাত্রপুত্রে পালটিয়া কহেন তৎপর ॥
গত নিশিযোগে এক দেখেছি স্বপন।
সেপর্য্যন্ত হইয়াছে অস্থির জীবন ॥
কাঞ্চন খণ্ডের দেশে যেই অধিকারী।
মোহিনী নামেতে এক তাহার কুমারী ॥
কিকব তাহার রূপ বিশ্বে অতুলনা।

সুনব যৌবনা অতি তড়িৎ বরনা ॥
প্রত্যক্ষ নয়নে নাহি করি সন্দর্শন।
নিদ্রিতায় দেখি কত করিব বর্ণন ॥
সেধনী আসিয়া ভাই মম সন্নিধানে।
নানা রসালাপ কৈল সহাস্য বদনে ॥
পরে নিদ্রা ভঙ্গে ভঙ্গ প্রেম আলাপন।
সেপর্য্যন্ত হইয়াছে স্থির নহে মন ॥
স্বপ্নে দেখা দিয়া মম চুরি করি মন।
কোথায় করিল ধনী পুনশ্চ গমন ॥
মুদ্রিত লোচনে তারে করেছি দর্শন।
উন্মীলিত নেত্র যুগে হেরি কতক্ষণ ॥
সে স্পৃহায় মম স্বান্ত হতেছে অশান্ত।
কহিলাম সারোদ্ধার দুঃখের বৃত্তান্ত ॥
প্রাণ তথা যেতেচাহে দেহত্যাগ করি।
রাখিয়াছি দিয়া মাত্র আশ্বাস প্রহরি ॥
এতেক উত্তর যদি করিল শ্রবণ।
হাস্য আস্যে পাত্রাঙ্গজ করে নিবেদন ॥

ভুবনের প্রতি পাত্রপুত্রের উত্তর।

ত্রিপদী ছন্দ।

এযে বড় অসম্ভব, ভাব হইল উদ্ভব,
তোমার মনেতে আচম্বিত।

শয্যায় শয়ন করি, ধরি স্বর্গ* বিদ্যাধরী,
গণ্ড দেশে হইল চুম্বিত ॥
এনব কৌশল ভাল, তব মনে উপজিল,
আর কিবা হয় অতঃপরে ।
হইলে নব অনুরাগ, দিনে দিনে বাড়ে রাগ,
সে রাগ বুঝিতে কেবা পারে ॥
স্বপনে যা দেখা যায়, প্রত্যক্ষ হইলে তায়,
তবে সে ভাগ্যের সীমা নাই ।
সত্ত্ব রজ তমত্রয়, শরীর চালন হয়,
যাহা ভাবে সপ্নে দেখে তাই ॥
স্বপ্নে স্বর্গ লাভ হয়, তাহা যদি সত্য হয়,
তবে কেন ধর্ম্ম উপাসনা ।
অনিত্য ঘটনা হেতু, অকূল সাগরে সেতু,
বান্ধিবারে করিছ বাসনা ॥
শুনিয়া কহে ভুবন, নাহি শুনি ও বচন,
যদি নাহি সে রমণী মেলে ।
তোমার সাক্ষাতে মিত্র, এপ্রাণ ত্যজিব অত্র,
বিষাহারে কিম্বা পশি জলে ॥
শুনি কহে মন্ত্রি সুত, এতোমার কি অদ্ভুত,
বাসনা হইল উপস্থিত ।
কি ছার নারীর জন্য, হইলে হে জ্ঞান শূন্য,
এযে ভাব দেখি বিপরীত ॥
যদি হে একান্ত মনে, সে নারীর অন্বেষণে,
যাইবার উপক্রম হয় ।

তবে শুন মম উক্তি, স্থির হয়ে কর যুক্তি,
চঞ্চল মনের কর্ম্ম নয় ॥
সুস্থিরের গুণ যত, তাহা হও অবগত,
কিঞ্চিৎ কহি হে প্রকাশিয়া ।
সুস্থির হইলে বিধি, তদুপরি প্রতিবাদী,
কেহ নহে দেখ বিচারিয়া ॥
যদি স্থির করি মন, করয়ে ইষ্ট সাধন,
অনায়াসে ভবে মুক্ত হয় ।
স্থির যদি গায় রাগ, বাড়ে তাহে অনুরাগ,
পশু পক্ষী আদি স্তব্ধ রয় ॥
সর্ব্ব সাধারণে বলে, এমন কঠিন শিলে,
সিক্ত জলে সেহ সরল হয় ।
অতএব শুন ভাই, তোমারে বলি যে তাই,
স্থির হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় ॥
এতেক উত্তর শুনি, মন্ত্রিপুত্রে গুণমণি,
বলে সখা করি নিবেদন ।
যে কথা বলিলে তুমি, তাহা বুঝিলাম আমি,
বুঝে কৈ অসান্ত মম মন ॥
ধৈর্য্য সেতু ভেঙ্গে ফেলে, অধৈর্য্য প্রলয় জলে,
ডুবাইল জ্ঞান মহারত্ন ।
প্রবোধ মৃত্তিকা তায়, দিয়া নাহি বান্ধা যায়,
করিলাম অধিকাংশ যত্ন ॥
বুঝিলাম হে এক্ষণে, সে ধনী সিঞ্চনী বিনে,
এবারি নিবারি কেহ নাই ।

হইয়াছি নিরুপায়, বল সখা একুপায়,
কিসে এসঙ্কটে ত্রাণ পাই ॥
ভুবনের ভাব দেখি, পাত্রাঙ্গজ হয়ে দুঃখী,
হৈল অতি চিন্তান্বিত মন ।
ভাবিতে ভাবিতে পরে, আইলেন নিজ ঘরে,
রাজপুত্র ভাবয়ে তখন ॥
বন্ধু নাহি দিল সায়, নহিল ইথে সহায়,
আর তবে কার মুখ চাই ।
যা করেন ভাগ্যেকালী, ঘুচাতে মনের কালি,
অবিলম্বে তথাকারে যাই ॥
ইহা ভাবি সর্ব্ব ত্যাগী, মোহিনীর অনুরাগী,
হয়ে রায় করিল গমন ।
গত কৈল কত দেশ, কি কহিব সবিশেষ,
দুঃখান্তরে করে পর্য্যটন ॥
দৈব কৃত যেই হয়, কভু খণ্ডাবার নয়,
কহি শুন সেই বিবরণ ॥
যাইতে যাইতে শেষ, ভ্রান্তে করিল প্রবেশ,
অতি ঘোর দুরন্ত কানন ॥
পথ শ্রমে ক্লান্ত কায়, বসিল দ্রুম তলায়,
তাহে মন্দ বহিছে পবন ।
আলস্যে আবৃত কায়, শয়ন কৈল ভূশয্যায়
পরে,নিদ্রা হইল আকর্ষণ ॥
অচেতন হয়ে অতি, নিদ্রিত হইল তথি
পথ শ্রান্তে হইয়া কাতর ।

গগণে বাসর পতি, অস্তাচলে কৈলা গতি,
নিশি হইল ভয় ভবতর ॥
সিংহ ব্যাঘ্র পালে পাল, শূকর আদি দন্তাল
ভল্লুক গণ্ডার শৃঙ্গিগণ ।
সে মহা বন মাঝারে, ভক্ষ অন্বেষণে ফেরে,
ঘন ঘন করয়ে গর্জ্জন ॥
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি, হইয়া ব্যাকুল প্রাণী,
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল ত্বরিত ।
অতি মনো ব্যগ্রতায়, করে রায় হায় হায়,
একি দায় হল বিপরীত ॥
ঘোরতর অন্ধকার, বন হইল মহাপার,
নাশক জন্তু ফেরে পালে পাল ।
তাত বাণী ধন্য মানি, না শুনে সখার বাণী,
এসে এখন উপস্থিত কাল ॥
আপনে আপনি বলে, বক্ষ ভাসে চক্ষু জলে,
কাল নিদ্রা হল আকর্ষণ ।
যে জন্যে আইনু হেথা, সে ধনী রহিল কোথা
বিপাকে আজ হারাই জীবন ॥
মনেতে পাইল দীক্ষা, কে করিতে পারে রক্ষা,
উপস্থিত হয় কাল যদি ।
কি হবে অনিত্য ভেবে, যাহাতে নিস্তার হবে,
সার ভাব মন নিরবধি ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

গীত। রাগিণী বেহাগ

তাল আড়া ঠেকা।

কিছু বুঝিতে নারি। কেমন তোমার
ভাব ওহে মুরারি ॥
নিত্য নাম মহাধন, সংসারে করে
গোপন, দিয়াছ তায় আচ্ছাদন,
মুক্ত নারী ॥
মহামায়া কুহকেতে, না দেয়
সজাগ হতে, ঘোরে কাল সে নি
দ্রাতে, জীবন ধরি। সদা রত পরি
বারে, অহং মম অহংকারে, তব
নাম সমরিবারে, বিভোল ভারি ॥

ত্রিপদী ছন্দ।

হে জয় যদু নন্দন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন,
যোগী জন মানস রঞ্জন।
জ্যোতির্ম্ময় যোগাতীত, জগৎ জনার্জ্জিত,
যোগীন্দ্র যোগার্চ্চন ধন ॥
পদ সরসিজ দল, স্মরণে অন্তে মঙ্গল,
জীবে মোক্ষ ফল প্রদায়ক।
তব কীর্ত্তি অদ্ভূত, সর্ব্ব ভূতে আবির্ভূত,
আত্মভূতে বিশ্বপতি পালক ॥

বিশ্ব রূপ বিশ্বকারি, ভূভার কলুষহারি,
দিবোকস রক্ষ দানবারি।
হে অনন্ত অচিন্তন, ভব ভীষণ ভঞ্জন,
কারণ ধারণ পরাৎপরা।।
জয় যশোদা নন্দন, জয় রাধিকা রমণ,
জয় গোপিকার মনোহারি।
জয় বিপিন বিহারি, জয় বন মালাধারি,
জয় কালিয়ের কালান্তকারী।।
গোপাইতে সুখোদয়, ইন্দ্র যাগ কৈলে ক্ষয়,
তাতে ক্রোধী হয় আখণ্ডল।
বারিবাহ গণ প্রতি, আজ্ঞা দিলা শচীপতি,
কর নাশ গোকুল মণ্ডল।।
প্রলয় আকার করি, বরিষয় অনিবারি,
মুষল ধারেতে বারি দিলা।
অবহেলা ক্রমে ধরি, তুলি গোবর্দ্ধন গিরি,
নন্দ বাসিগণে বাঁচাইলা।।
শকটাসুর পদে পাড়, পতন হৈলো জীবাপার,
আশু রক্ষ শ্রীনন্দ নন্দন।
তুমিহে ত্রিভঙ্গ বাঁকা, পাণ্ডব গণের সখা,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ।।
গুণাত্মক গুণ সিন্ধু, অনাথ দীনের বন্ধু,
কৃপাসিন্ধু বলয়ে পুরাণে।
তব নাম উচ্চারিলে, তাহার গতি দেখিলে
শমন স্মরয়ে শঙ্কাগণে।।

তৎপরে উত্তর বাণী পরশিলে জননীর
পাপাত্মা তনয়ে কহিলেন ।
দেবের মহিমা যাহা, আমি কি কহিব তাহা,
সুর জ্যেষ্ঠ যে অন্ত না পেলেন ।।
শুন মন এই বাণী, সদাচিন্ত চিন্তামণি,
ভব চিন্তা দূর পানী হবে ।
কালান্তে বিষাদকাল, পাতিয়াছে যেই জাল
অনায়াসে সে ছেদ করি যাবে ।।

সন্ন্যাসীর নিকটে ধ্রুবের বর প্রাপ্ত ।

পয়ার ছন্দ ।

এই রূপে বনমাঝে কাতর হইয়া ।
ডাকে ঈশ্বরে ভাগে নয়ন মুদিয়া ।।
এমত সময় উপনীত হৈল আসি ।
অপরূপ রূপ এক পরম সন্ন্যাসী ।।
মস্তক বেষ্টিত অতি দীর্ঘ জটা ভার ।
দাড়ি ভাতি লম্বিত শ্মশ্রুর চাঁচর ।।
বিকশিত পুণ্ডরীক সম দুই অক্ষ ।
করেতে জপের মালা গলায় রুদ্রাক্ষ ।।
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে পরা ব্যাঘ্র ত্বক ।
অঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপে যেন অগ্নি ধক ধক ।।
বিভূতি আবৃত বপু তথাচ ময়ূখে ।

তোমা হেরে হয়েছিল বড় মনঃস্ফার ।
সে সুখে অসুখ তুমি দিলে যে আমার ॥
যা হবার হইয়াছে কপালে আমার ।
আমিত মালিনী মাসী হলেম তোমার ॥
কিবা নাম ধর তুমি কহ বাছাধন ।
কি হেতু দাঁড়ায়ে হেথা কোথায় গমন ॥
সত্য করি মম কাছে কহ যাদুমণি ।
প্রতারণা নাহি কর দেখিয়া দুঃখিনী ॥
পরিচয় দেয় রায় মালিনীর প্রতি ।
কহি তবে শুন মাসী আমার ভারতী ॥
গ্রহবিপ্র জাতি গণকের [illegible] ধরি ।
জ্যোতি [illegible] আমি গণিবারে পারি ।
গণক শুনিয়া মালী আহ্লাদে তখন ।
আগু দিল বাম হস্ত করি প্রসারণ ॥
দেখিব কেমন বাছা গণক আপনি ।
মম ভাগ্য ফলাফল কহ দেখি শুনি ॥
কর দৃষ্টি করি রায় মুখে মৃদু হাসি ।
পুণ্যবতী তুমি মাসী তব কন্যারাশি ॥
গ্রহগণ তব প্রতি মঙ্গল দায়ক ।
অমঙ্গল মাত্র তব স্বামী পরলোক ॥
সন্তানের স্থানে রাহু করিয়াছে বাস ।
সে বিষয়ে তুমি মাসী হয়েছ নিরাশ ॥
পর দুঃখে দুঃখী তুমি পর উপকারী ।
পর সুখে মত্ত থাক আপনা পাসরি ॥

কি বলিব ওরে যাদু আমি অনাথিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা আছে থাকি একাকিনী॥
দুঃখিনী সঙ্গিনী আমি বলিতে না পারি।
মমালয়ে যাবে যদি মোরে দয়া করি॥
তবে আমি দিব বাসা করিব যতন।
অসাধ্য তোমার যাহা করিব সাধন॥
শুনিয়া ভুবন মনে পিরিতি পাইল।
বাল বিধি তার মন বাসা মিলাইল॥
যা করেন বিধাতা পশ্চাৎ করিবেন।
হাতে হাতে এর কি বিলম্বে প্রয়োজন॥

ভুবনের পাপমতীর বাটী গমন।

গীত। রাগিণী পুরবী
তাল আড়া ঠেকা।

শুন বলিহে তোমায়। পাইয়া সুসা
য় বাসা ভুলনা বিষয়॥
ভেবনা যে সে অসাধ্য: সাধিলে
হইবে সিদ্ধ, সে যে কভু অবাধ্য,
সাধকের নয়। ক্ষো ভুমে অনিত্য,
দেশেং কর ভত্তু, সেছাড়া নয় স্বর্গ
মর্ত্য, জানিহ নিশ্চয়॥

তুমি বাপ! থাক ঘরে, আসি আমি ত্বরা করে,
কিছু দ্রব্য করি আহরণ ॥
রায় বলে মালিনীরে, অতি মৃদু মৃদু স্বরে,
এবে মাসী এই মুদ্রা লহ ।
আমার নিমিত্ত দিব্য, জলপান যোগ্য দ্রব্য,
ক্রয় করি আনি তুমি দেহ ॥
মালিনী বলে তখন, বল বাছা একেমন,
অনুমতি করিলে আপনি ।
যদি মম ভাগ্য ফলে, নিকেতনে উত্তরিলে,
মাসী বল্যে দেখিয়া দুঃখিনী ॥
যথা যোগ্য মম পক্ষে, উপহার উপলক্ষে,
সেবা করি করি দুঃখ ক্ষয় ।
রায় বলে ভাল কেবে, উপায় কি করি এবে,
না খাইলে মনোভঙ্গ হয় ॥
সেই হেতু অনুমতি, পেয়ে ধনী শীঘ্রগতি,
উপনীত বাজারে আসিয়া ।
যত দোকানির ঘরে, নানা দ্রব্য থরে থরে,
রাখিয়াছে সুসজ্জা করিয়া ॥
দেখিয়া হইল তুষ্ট, সুপাক সুরস মিষ্ট,
সর্ব্ব দ্রব্য আছয়ে প্রচুর ।
লুচি মালপোয়া পুরি, হালুয়া আদি কচুরী,
নানা বিধ গজা সুমধুর ॥
রস গোল্লা ছানাবড়া, সন্দেশ গোলাবিপেড়া,
ক্ষীর সর বর্ফি রসকরা ।

অপাঙ্গেতে পঞ্চবাণে করিয়া বন্ধন ।
কটাক্ষ সন্ধান করি চুরি করে মন ॥
সতী তুল্যা পতিব্রতা যেই নারী হয় ।
তারে দেখি তার মন মজিবে নিশ্চয় ॥
গুণাকর নাম ধরে গুণের সাগর ।
রসবতীর মনোমত রসিক নাগর ॥
তারে দেখি নারীর উথলে কামকূপ ।
সংক্ষেপে কহিনু সেই গণকের রূপ ॥
তুলনা নাহি দিতে পারি জাতি তার গুণে ।
মনোবাঞ্ছা বলিতে পারে আপনি সে গণে ॥
মালিনীর শ্রীমুখে শুনিয়া এই উক্তি ।
রামাগণ সবে করে পরস্পর যুক্তি ॥
প্রথমতো বাহিরায় কতগুলি বুড়ী ।
যষ্টি হস্তে উচ্চ পৃষ্ঠে যায় গুড়ি গুড়ি ॥
যেই রূপ মনোবাঞ্ছা করিয়া আইল ।
সেই মত গণরাজ প্রত্যক্ষে কহিল ॥
ফলাফল তার যেই করিয়া শ্রবণ ।
তুষ্ট হয়ে স্বস্ব বাসে করিল গমন ॥
তৎপরে আইল যারা বন্ধ্যা দশা ছিল ।
সন্তানার্থে গণাবারে সকলে বসিল ॥
ভবিষ্যৎ বাক্য তারা জানিয়া তখন ।
সসন্তোষে নিজবাসে করিল গমন ॥
অতঃপর নবীন যুবতী কুলাঙ্গনা ।
কি কব রূপের কথা না হয় তুলনা ॥

পূর্ব্বাপর এই ব্যক্ত আছে ত্রিভুবন ।
বসন্ত রাজার সেনাপতি যে মদন ॥
শুনেছি রূপের গুরু না দেখি নয়নে ।
বুঝি নাহি হবে আন, এর বিদ্যমানে ॥
এই রূপ সুন্দরের রূপ নেহালিয়া ।
মনে মনে ভাবে ধনী মোহিত হইয়া ॥
হায় বলে কিবা আশে এসেছ যুবতী ।
অন্তরে দাঁড়ায়ে কিবা করিছ যুকতি ॥
আমি যে গণকে নাম ধরি গুণাকর ।
চিত্ত বার্ত্তা নাহি কিছু মম অগোচর ॥
অল্পেতে বলিতে পারি যার যেই ইষ্ট ।
সংসারে নাহিক কিছু আমার অদৃষ্ট ॥
অভিপ্রায় বুঝিলাম গণনার ভাবে ।
সর্ব্বদা পীড়িতা আছ পতির অভাবে ।
মলিন হয়েছে তব মুখ পূর্ণ ইন্দু ।
কামাদি বাড়বাগ্নে উৎক্ষিপ্ত রস সিন্ধু ॥
যৌবন তরঙ্গ তাহে প্রবল হইল ।
অকূলে পড়িয়া তব দুকূল ভাসিল ॥
তাহাতে দুরন্ত বর্ষা বাড়িল এখন ।
নদনদী একাকারে ভাসিল ভুবন ॥
গগনে নিবিড় মেঘ দেখি আকর্ষণ ।
হৃদাকাশে বিচ্ছেদ ঘন করয়ে গর্জ্জন ॥
চিন্তাবায়ু যোগে তাহে করিয়া চালন ।
চক্ষু দ্বারে দুঃখবারি সদা বরিষণ ॥

...হাকার বজ্রাঘাত হয় ...
...হা উচ্ছলিল। বৃষ্টি ব...
...উঠয়াছে মন তব চপলা চঞ্চল।
...ধৈর্য্য প্রবাহ তাহে হয়েছে প্রবল॥
...বলি শুন ধনী আমার বচন।
... দিন থাক দিয়া ... আশ্বাসে॥
...গত হেমন্ত অন্তে হবে দুঃখ অন্ত।
...পাইবে কান্ত জানিহ নিতান্ত॥
...শুনিয়া ধনী আনন্দে অপার।
...বোল বলিলে দ্বিজ শুনি সুধাধার॥
...প্রসাদে মম কেন ভাগ্য হবে।
...নাথ আমারে কি পুনঃ দেখা দিবে॥
...পরে হবে অদৃষ্টের বসে।
...নে থাকিব বল সে জনের আশে॥
...দেহ ত্যাগ করি অদ্য প্রাণ গেলে।
... আর হইবে পতি বসন্তে আইলে॥
...ইলাম কেন হেন গণক নিকটে।
...কন্ ডুবিল মম পড়িনু সঙ্কটে॥
...ভাবেতে আসি তুমি কোন জন।
...কটাক্ষে আমার মন করিলে হরণ॥
...নে যাইব ঘরে না দেখি উপায়।
আঁখি নাহি ফেরে পদ চলিতে না চায়॥
...প্রবোধ মন নাহি মানে বর্গ।
...প্রেম অভিলাসে হয়েছে বৈরাগ্য॥

হইয়া প্রেমের গুরু যদি দেও শিক্ষা।
তবে অধিনীর প্রাণ ধর্ম্ম হয় রক্ষা॥
জাতি কুল মান লজ্জা কিছু নাহি চাই।
সেবাদাসী হয়ে তব সঙ্গেতে বেড়াই॥
ভাব বলে কহ ধনী একি অসম্ভব।
না পারি বুঝিতে ভাব তোমার এসব॥
বিদেশে এসেছি আমি কিছুই না জানি।
তুমি যে এমন ধনী চতুর পদ্মিনী॥
শুনে নিশি মনভাব হইল যাদরে।
নাসে ভৃঙ্গ বক্ষ কৈল নয়ন কেশারে॥
না করিয়া মধুপান এতেক দুর্গতি।
পান কৈলে প্রাণ রাখিতে নাহত শকতি।
উভয়ে উভয়ে দেখি এই অভিপ্রায়।
মনে মাত্র শঙ্কা নাহি লোক লাজ দায়॥
অনঙ্গ পীড়ায় ধনী দুঃখিতা হইয়া।
নিজালয়ে গেল পরে বিদায় লইয়া॥
ক্রমে ক্রমে নগর বাসিনী অবিরত।
গাহার স্বমনোভীষ্ট আসি নিত্য নিত্য॥

রাজ কন্যাকে দেখিবার জন্য
ভুবনের উদ্যোগ।

পয়ার।

এই রূপে কিছু দিন বাস করি তথা।

...চল ভুবনের হৃদাধার ব্যথা ॥
...ভিনীর আশানল না হয় নির্ব্বাণ।
...র্নিশি সেই তাপে দহিতেছে প্রাণ ॥
...জনে সন্তোষ নাই শয়নে যাতনা।
... নাহিক মনে সদাই বিমনা ॥
... সে যৌবনা অতি গুণবতী নারী।
...োল পূর্ণ দিন চিন্তা করে তারি ॥
... ভাবনা বিনা আর অন্য নাহি জানে।
...দুঃখে মগ্ন হয়ে সদা ভাবে মনে ॥
... কেন্তু বিবেকী হয়ে বিদেশেতে আসা।
...দিনে ভগবতী পূরাইবে আশা ॥
...দিনে মম মনো মানস পূরিবে।
... অন্তে সুখ সিন্ধু করে উথলিবে ॥
...ীর কৃপায় তারে যে দিনে পাইব।
... সে ধনী আমি কভু না ছাড়িব ॥
... রূপ বহু চিন্তা করিলেন রায়।
...্যপি চিন্তিলেন পাবার উপায় ॥
... অট্টালিকা পার্শ্বে মনোহর স্থান।
...মবিলাসক নামে উত্তম উদ্যান ॥
... নিত্য একাকিনী রাজার দুহিতা।
...না রঙ্গে জলক্রীড়া করে আসি তথা ॥
...প্রহরী আছয়ে তার চতুষ্পার্শ্ব দ্বারে।
...ক অন্যের গম্য পক্ষী যেতে নারে ॥

মনেতে জানিয়া রায় তাহার সন্ধান।
দরশন করিবারে হয় যত্নবান॥
শুভযোগ দেখি যোগ করি কালিকার।
গমন উদ্যম কৈল রস পারাবার॥
মনোভৃঙ্গ মজাইয়া তারা পদাম্বুজে।
চলিলেন যুবরাজ দ্বারির সমাজে॥
প্রধান রক্ষক কাছে কহিয়া উদয়।
ছল প্রকাশিয়া রায় তার প্রতি কয়॥
শুন শুন বলি ওহে উদ্যান রক্ষক।
বলিতে পারি ভবিষ্যৎ আমি যে গণক॥
হয়েছে শনির দৃষ্টি তোমার উপর।
বুঝিলাম তব কষ্ট হবে বহুতর॥
কবে কি বিপদ ঘটে বলা নাহি যায়।
রাজার নিকটে বুঝি মস্তক কাটায়॥
শুনিয়া এতেক বাণী গণকের মুখে।
যোড় হাত করি দ্বারি দাঁড়ায় সম্মুখে॥
কি বলিলে বল প্রভু শুনি তব বাণী।
হিয়া দুরদুর করে স্থির নহে প্রাণী॥
কোটিং নমস্কার তোমার চরণে।
কেমনে মঙ্গল হয় বলহ এক্ষণে॥
রায় বলে আছে বিধি ইহার কারণ।
ভাল হয় গ্রহদেবে করিলে অর্চ্চন॥
প্রহরী বলয়ে প্রভু এদায় সাগরে।
দয়া করি যদি পার করহ আমারে॥

রু বলে চিন্তা নাহি কর দ্বারবান।
করিব যতনে চেষ্টা তোমার কল্যাণ॥
কিন্তু বলি শুন এক আমার বচন।
পূজা হেতু চাহি স্থান অতি সঙ্গোপন॥
দেখিলাম এউদ্যান মধ্যে যোগ্য হয়।
অতিরিক্ত নাহি স্থান জানিনু নিশ্চয়॥
মম গুরু মহাযোগী আছেন যে জন।
তিনি আসি করিবেন একার্য্য সাধন॥
মালিয়া গণকে কহে উদ্যান প্রহরী।
যে কথা বলিলে প্রভু শুনিয়া শিহরি॥
আমরা সবে রক্ষা করি এই যে বাগান।
কারসাধ্য নাহি হয় ইথে আগুয়ান॥
আছে রম্য সরোবর ইহার ভিতরে।
রাজকন্যা নিত্য আসি জলক্রীড়া করে॥
আমরা নাহিক করি কখন প্রবেশ।
কি আছে কোথায় তাহা না জানি বিশেষ॥
জানিলাম মম প্রতি হইলে নিদয়।
এবিপদে মোর রক্ষা না দেখি নিশ্চয়॥
বাগান মধ্যেতে কেহ যাইতে পারেনা।
ইষ্টদেবতার তবে না হবে অর্চ্চনা॥
মালী বলে ত্যজ চিন্তা ওহে মহাবল।
অবশ্য তোমার হবে ইহাতে কুশল॥
সামান্য নহে যে সেই মহাযোগীবর।
কি সাধ্য তাঁহারে দৃষ্টি করিবেক নর॥

আমার কারণে তিনি দয়া প্রকাশিয়া ।
তোমা সকলেরে রূপ যাবে দেখাইয়া ॥
রাজ কন্যা কদাচিত দেখিতে নারিবে ।
অনায়াসে তব কার্য্য সফল হইবে ॥
ইহা শুনি আনন্দিত হইয়া প্রহরী ।
গলবাস হয়ে বলে কর যোড় করি ॥
মম পক্ষে সপক্ষ হইয়া শিরোমণি ।
কল্য তাঁরে সঙ্গে লয়ে আসিবে আপনি ॥
রায় বলে তোঁহে কার্য্য সিদ্ধি না হইবে ।
একা আসিবেন তিনি কেহ না জানিবে ॥
এতেক বলিয়া তবে ভুলায়ে তাহারে ।
নিজ বাসে আইলেন আনন্দ অন্তরে ॥
চতুরের চূড়ামণি চাতুরীর শাল ।
দাস বলে এত দিনে সে নারী হেরিলে ॥

ভুবনের মোহিনী দর্শনে যাত্রা ।

লঘু ত্রিপদী ।

অস্ত গত শশী, সুপ্রভাত নিশি,
পূর্ব্বাচলে ভানু চলে ।
চন্দ্রপত্নী গণ, হীন দরশন,
হইল নভো মণ্ডলে ।
কুমদী মুদিল, নলিনী ফুটিল,
ধাইয়া যুটিল অলি ।

নাগর নাগরী, সঙ্গ পরিহরি,
বিচ্ছেদ করিল কলি ॥
কোকিল ঝঙ্কারে, কুহু কুহু স্বরে,
আর নানা পক্ষিগণ।
দম্পতি মিলিয়া, আনন্দে মাতিয়া,
ভ্রমণ করয়ে বন ॥
স্মরিয়া শ্রীহরি, গাত্রোত্থান করি,
তৎপরে রাজ অঙ্গজ।
স্নান দান করি, নিত্য কর্ম্মাচরি,
লইয়া রক্ত পঙ্কজ ॥
চন্দনাক্ত করি, ইষ্টদেবে স্মরি,
দিলাঞ্জলি রাশি রাশি।
করে বহু স্তুতি, অষ্টাঙ্গে প্রণতি,
অন্তরে হয়ে উল্লাসী ॥
পরে রসরাজ, করে যোগি সাজ,
কি কব তাহার বাণী।
চিক্কণ চিকুর, ঘুচিয়া প্রচুর,
হইল জটার বেণী ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল, করে ঝলমল,
যেন দ্বিতীয়ার শশী।
ভাবিনী অভাবে, ত্যজি নিজ ভাবে,
হইলেম্বব সন্ন্যাসী ॥
পরা বাঘ ছাল, গলে হাড় মাল,
বিভূতি অঙ্গে লেপন।

ছাই মাথা কায়, হেরিলে বিকায়,
পাশরে কুল নারীগণ ॥
কুলে দিয়া ছাই, তাহার বালাই,
লইয়া হয় যোগিনী ।
কি কব সে ভাব, দেখে যোগী ভাব,
প্রাণে মরে বিরহিণী ॥
ধরি হেন বেশ, নৃপের বিশেষ,
বাসনা পূরায় রায় ।
বলে কালী কালী, মানসে অঞ্জলি,
কালী পদাম্বুজে দেয় ॥
জ্ঞানে গদ গদ, সুখোদিত হৃদ,
হাতে রাজার নন্দন ।
একমন করি, স্মরিয়া শ্রীহরি,
গমন কৈলা তখন ॥
আসি ধীরে ধীরে, বাগান গোচরে,
দ্বারি অগ্রে উপনীত ।
দ্বারপাল গণ, করি নিরীক্ষণ,
প্রণমিল যথোচিত ॥
করি তাড়া তাড়ি, দ্বার দিল ছাড়ি,
তন্মধ্যে প্রবেশে রায় ।
কিবা সে উদ্যান, ইন্দ্র যোগ্য স্থান,
সম জ্ঞান করি তায় ॥
তাহে পুষ্পবন, অতি সুশোভন,
কি দিব উপমা তার ।

অশোক কোরক, কিংশুকাদি বক,
দেখিতে চমৎকার ॥
বকুল টগর, মল্লিকা, সুন্দর,
রজনী গন্ধা চম্পক ।
কুন্দজাতী জুতী, গোলাব সেঁউতী,
তরুলতা মরুবক ॥
কাঞ্চন অতসী, শোভে রাশি রাশি,
পারিজাত মনোহর ।
জবার কিরণ, রুধির বরণ,
ভানু মণি বহুতর ॥
চন্দ্র মল্লিকাদি, হইয়া আমদি,
সুগন্ধি মাধবী লতা ।
রঙ্গণে জড়িত, অতি মনোনীত,
প্রফুল্ল অপরাজিতা ॥
কেতকী দোপাটি, বিকশিত ঝাঁটী,
সুশোভিত পদ্মরাজ ।
সেফালিকা কলি, আর কৃষ্ণ কলি,
গন্ধান্বিত গন্ধরাজ ॥
করবি পন্নাগ, শতভিরু নাগ,
কামিনী কদলাবধি ।
কদম্ব দাড়িম্ব, বিভীতকী নিম্ব,
বাদাম গুবাক আদি ॥
সুমিষ্ট সকল, নানা জাতি ফল,
পরিপূর্ণ তরুবর ।

আম্র আমলকী, সুপক্ক কণ্টকী,
বদরিকাদি বিস্তর ॥
সুপক্ক খর্জ্জুর, আছয়ে প্রচুর ।
সুরস যুক্ত বকুল ।
কৃষ্ণবর্ণ জম্বু, সুগোলাব জম্বু,
নারিকেল জামরুল ॥
প্রনসা শ্রীফল, বাতাবি রসাল,
পিচফল যে সুন্দর ।
দাড়িমাদি পেয়ারা, গরসাল আলা,
কোমলা লেবু বিস্তর ॥
[illegible] সকলি, প্রভৃতি কদলি
বৃক্ষ অতি চমৎকার ।
বিচিত্র প্রকার, আছয়ে তাহার,
সুশোভিত চারিধার ॥
মধ্যে সরোবর, অতি মনোহর,
বান্ধা ঘাট প্রস্তরেতে ।
শ্বেত নীলপীত, বড়ই শোভিত,
সোণার জড়িত তাতে ॥
সুবাসিত জল, তাহাতে উৎপল,
ভাসে প্রফুল্ল হইয়ে ।
মনের আনন্দে, সেই অরবিন্দে,
ভৃঙ্গ বসি মধু পিয়ে ॥
সে জল হিল্লোলে, তাহাতে মরালে,
করিছে মধুরধ্বনি ।

তোমার মাহাত্ম্য প্রভু বিস্তার পুরাণে।
ত্রিপুর বধিয়া কৈলে নির্ভয় গীর্ব্বাণে॥
ললাটে অনল সম ধরিয়া লোচন।
কটাক্ষ করিয়া ভস্ম করিলা মদন॥
ইচ্ছাময় প্রভু তব ইচ্ছাই সকল।
কল্পতরু হয়ে দান কর মোক্ষফল॥
অখিল ঈশ্বর তুমি পশুপতি পতি।
যদি মতি কর নাশ কর বসুমতী॥
পুনঃ এসংসার সৃষ্টি করহে শঙ্কর।
তব খেলা সব এহে শশধরধর॥
স্বর্গ রসাতল মর্ত্ত্য তুমি সর্ব্বে সর্ব্ব।
তুমি ব্রহ্ম তুমি তুষ্টি তুমি গর্ব্ব খর্ব্ব॥
তুমি লোভ তুমি প্রভু অপমান মান।
তুমি শোক মোহ তুমি তুমি জ্ঞানাজ্ঞান॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি রাত্রি তুমি প্রভু দিন।
তব দয়া কাছে হয় শম্ভু ক্ষিণ ক্ষীণ॥
পাপাঙ্গে করুণাপাঙ্গে অনাথের নাথ।
বারেক করহে দৃষ্টি হেরম্বের তাত॥
অধম জনার মনোদুঃখ হর হর।
দয়া করি দীনে দেহ দিগম্বর বর॥
এই বাঞ্ছা করে প্রভু কাতর কিঙ্করে।
মনের বাসনা যেন পূরে এই পুরে॥
এই রূপে বহু স্তুতি করে রসময়।
সংক্ষেপে কহিনু তাহা বিস্তার না হয়॥

এযে নহে চন্দ্রানন, সন্ন্যাসী সুধাংশু,
আঁখি কোনে ছিল অশ্রুবাণে।
মদনাগুন দেখে তনু, টঙ্ক দিয়া ভূণ ধনু,
রূপ পদ্ম, বিক্রিলেক এসে॥
কি করি কি করি হায়, মরি মরি প্রাণ যায়,
বাঁচিবার না দেখি উপায়।
রাবণের শক্তিশেলে, লক্ষ্মণ জীবন পেলে,
বিশল্যকরণী ছিল তায়॥
এবে প্রাণ বাঁচে যদি, পাই রমণী ঔষধি,
বুকে বেঁধে নিঃশঙ্ক করি অঙ্গ।
শরত্থালা নিরখিয়া, স্মরে প্রতি ফল দিয়া,
করি তার অগৌরব ভঙ্গ॥
বলিব সে মদনে, লজ্জা নাহি কারে মনে,
বধিবারে সকাতর জনে।
মনে মনে এই ভাব, কামেতে উন্মত্ত ভাব,
মোহিনীর রূপ দরশনে॥
তখন ভাবেন রায়, একপ কর্ত্তব্য নয়,
দেখাইতে রাজ দুহিতারে।
যদ্যপি সন্ন্যাসী দেখি, অবলা এ বিধুমুখী,
আবাসেতে ফিরে যায় ডরে॥
এতেক বিচার করি, যোগিরূপ পরিহরি,
স্বীয় রূপ প্রকাশিয়া বেশে।
ধীরে ধীরে রাজবালা, সরণী করি উজ্জ্বলা,
সরোবর সম্মুখে আইসে॥

এত দুঃখ যার আগে, সে জনা আমার আগে,
প্রিয়ভাবে সম্মুখে দাঁড়ায়।
বিলম্ব কি হবে সহে, সর্ব্বদা এঅঙ্গ দহে,
অনঙ্গ হানিয়া তীক্ষ্ণ শর।
ধনী প্রতি রায় কয়, শুন মম পরিচয়,
অশুর তীর্থং করান্তর॥
এ নাম শুনি কাণে, ব্যাকুল হইয়া প্রাণে,
আশাতে তোমারস্থানে আইলাম।
শুভ যদি হে প্রিয়ে, এক্ষনে সদয়া হয়ে,
অচিরে পুরাহ মনস্কাম॥
শশী পূর্ণা সে মোহিনী, শুনিয়া রসের বাণী,
দাসিকেরে কহে রসাবেশে।
আমিনু আদ্য অন্ত, না পাইনু যার অন্ত,
কিসে তারে করুণা প্রকাশে॥
কৃপাবিন্দু বরিষণে, চিন্তাসিন্ধু সন্তরণে,
নিজ তত্ত্ব জেনে কর দান।
মনের সন্দেহ তায়, অন্তর কর আমায়,
এ বিপদে পাই পরিত্রাণ॥
রায় বলে শুন ধনী, আমার স্বরূপ বাণী,
পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন।
জাতি কুল শীলাচার, রূপ গুণাদি বিচার,
নাহি থাকে যদি মজে মন॥
গড়িয়াছে যেই বিধি, সংসারে নিবন্ধ বিধি,
সে রূপ বর্ণনা হয় শিক্ষা।

যোগিরূপ ধরি রায়, বাগান হতে বাহিরায়,
দাঁড়াইল যথায় প্রহরী ॥
শুন শুন ওহে দ্বারি, তব পক্ষে শুভকারী,
হইলেন নবগ্রহ দেবে ।
এবে হবে সুমঙ্গল, রাজা তাকে অনুবল,
তোমা প্রতি জ মিলাব এবে ॥
এত বলি রসময়, চঞ্চল চিত্তেতে ধায়,
উপনীত মালিনী আলয় ।
মালিনী লাবণ্য বাণে, জর জর হয়ে প্রাণে,
কিছু দিন করিলেন ক্ষয় ॥

বসন্তের আগমন ।

গীত । রাগিণী বসন্ত বাহার
তাল কওয়ালী ।

ঋতু বসন্তের ডঙ্কা বাজিল । চতুরঙ্গ
দলে অনঙ্গ মাতিল ॥
মলয়া বহে মন্দ, গন্ধা পুরিলগন্ধ,
পুষ্পাসে মকরন্দ, অলিবৃন্দ ধাইল ।
শুনিয়া কোকিলের ধ্বনি, স্বকান্ত
সঙ্গে যামিনী, কেলিরসে কামিনী,
বিরহিণী পীড়িল ॥

দীর্ঘ ত্রিপদীছন্দ।

হিম ঋতু হৈল অন্ত, প্রবিষ্ট সুখে বসন্ত
হৈল ষড় ঋতুর প্রধান।
মুঞ্জরিল তরুচয়, পুষ্প প্রস্ফুটিল তায়,
শোভান্বিত হৈল পুষ্পোদ্যান॥
ফুটিল মল্লিকা জুতী, বেল অম্বষ্ঠা মালতী,
বাসন্তী সপ্তলাদি অতসী।
বকুল বন্ধুল বক, কর্ণিকার কুরুবক
উড়পুষ্প বন্ধুপুষ্প দাসী॥
আস্ফোতাদি পনস, চন্দ্রমল্লিকা চম্পক
রজনীগন্ধা জবা জীতা।
ফুটিল নব নারঙ্গ, গোলাবাদি কুরুণ্টক
কামিনী টগর তরুলতা॥
সম্পাক কন্দুল কুন্দ, জলমধ্যে অরবিন্দ
গন্ধরাজ অরিষ্ট রঙ্গণ।
নব পত্রে কুঠ শোভা, তাহে পুষ্প মনোলোভা
বিস্তারিয়া না হয় বর্ণন॥
বসন্তের পুষ্প যত, সব হৈল প্রস্ফুটিত
সুগন্ধে পূরিল ত্রিভুবন।
আপনার দিন পেয়ে, প্রফুল্ল অন্তর হয়ে
বসন্ত রাজার সৈন্য গণ॥
রাজ্যের শাসন জন্য, দস্যুর নাহিক গণ্য
উপগত হইল সত্বরে।

সাধিবারে স্বীয় কর, করে ধরি ধনুঃশর,
ধায় মার মার মার করে ॥
মন্দ মন্দ সদাগতি, মলয়া দিবস রাতি,
বহে মাত্তি মনের হরিষে ।
বাল বৃদ্ধ যুব আর কুৎসিত আকারযার
সকলের সুরূপ প্রকাশে ॥
প্রবেশিয়া পুষ্প বন, ভ্রমর করে ভ্রমণ,
গুণ গুণ গুণ রব করে ।
ঝঙ্কারিয়া পুষ্পোপরি, বৈসে করে মধু চুরি,
ভাসে সদা আনন্দ সাগরে ॥
মনের আনন্দ ভরে, কোকিল পঞ্চম স্বরে
কুহু কুহু ফুকারে বসিয়া ।
হয়ে হরষিত মতি, স্বীয়বলে রতিপতি,
অতি রস রঙ্গেতে মাতিয়া ॥
টঙ্কারিয়া শরাসন, সন্ধান পূরিল বাণ,
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভেদিল ।
দেবতা অসুর যক্ষ, গন্ধর্ব্ব অপ্সর রক্ষ,
বাচংযম সকলে মোহিল ॥
পিশাচাদি বিদ্যাধর, পন্নগ কিন্নর নর,
সিদ্ধ ভূত গুহ্যক প্রভৃতি ।
বিধি কৃত জীব লক্ষ, কীটাদি পতঙ্গ পক্ষ,
একে একে না হয় ব্রতিতি ॥
স্ত্রী পুরুষ পরস্পরে, মদনের পঞ্চশরে,
জর জর হয়ে কলেবর ।

একত্র হয়ে দম্পতি, প্রেমরস রঙ্গে মাতি,
অনায়াসে সুখে দেয় কর ॥
মোহিনীর অভিলাষে, বসি মালিনীর বাসে,
দিবানিশি ভাবে রসময় ।
তাহে বসন্ত তরঙ্গ, আসিয়া পর্শিল অঙ্গ,
দেখিতে দেখিতে মগ্ন হয় ॥
যদ্যপি ভাসিতে চায়, মলয়া মরুতে তায়,
শত গুণ বাড়ায় হিল্লোল ।
সে যৌবনে জীবনান্ত, করিবারে রতিকান্ত,
শরাঘাতে করয়ে দুর্ব্বল ॥
নাহ্য দেখ পাথার, সাঁতারে বিহতে পার,
পারে সেই বিরহ পাথার ।
তরুণী তরণি পেলে, চাপিয়া বসিয়া হালে,
ভবে অনায়াসে হয় পার ॥

মোহিনী বসন্তে তাপিতা হইয়া
মদনের প্রতি ভর্ৎসনা ।

গীত । রাগিণী মোহিনী
তাল আড়া ঠেকা ।

বিধাতা যদ্যপি নিজে রমণী
হত । রমণীর যে যাতনা তবে
সে জানিত ।

কাঁদিয়াছেন যেই দিগ্‌, দুঃখে
হৃদে নিরবধি, এক্ষণ হইত যদি,
আপনি সুখদ, তবে এ দুষ্কাণ্ডেতে
আর নারী না পুড়িত ॥
নাহি মোর অপমান, বিধাযুক্ত সম
জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি যাহে যাহার
নিকটে কিসে হইবে দুঃখি সে
নারী পর্ব্বঅভীত ॥

পয়ার ।

যদি সুন্দরী অতি অবলা সরলা ।
যাহাতে দুরন্ত পঞ্চ শরের জ্বালা ॥
অনন্ত রহিছে শুচি ভুবনের তরে ।
ধক ধক প্রাণ উঠে অনঙ্গের শরে ॥
প্রভাতে মলয়া মন্দ বহনে দহনে ।
কম্পিতা হইয়া করে ভর্ৎসনা পবনে ॥
ধিক ধিক বিধাতারে তোরে যে সৃজিল ।
শত ধিক তারে তোরে রাজা যে করিল ॥
ধিক তব রাজ্যপাট ধিক পরাক্রমে ।
ধিক সে বসন্ত ঋতু ধিক গন্ধ সুমে ॥

শত শত ধিক রে তোমার শরাসনে ।
সহস্র সহস্র ধিক তব পঞ্চবাণে ॥
রাজা হয়ে সুবিচার রাজার যে কর্ম্ম ।
তোমার সে রাজনীতি অবিচার ধর্ম্ম ॥
চতুর্থ পক্ষের রাজা হয়ে এত জারি ।
পুরুষে দেখিয়ে ডর বধ কর নারী ॥
আপনি যেমন রাজা মন্ত্রী পারিষদ ।
না পারে কহিতে হিত ঘটায় বিপদ ॥
তোমার সভার মন্ত্রী তিনি ঋতুপদ ।
মনে করে সব যেন তাঁর রাজ্য পদ ॥
কোকিল তশিলদার সদা কুহুস্বরে ।
একাকিনী বিরহিণী পেয়ে দণ্ড করে ॥
হিমাংশু নিকটে গেলে প্রকাশ পায় গুণ ।
পুরস্কার পেয়ে এসে গায়ে কালি চূণ ॥
দলের প্রধান তব এই দুই জন ।
বাহিরে যেমন রূপ অন্তরে তেমন ॥
বিরহিণীর প্রাণেতে দিয়া হুতাশন ।
তাহাতে করয়ে বুঝি মলয়াপবন ॥
অবলা সরলা বালা আমারে পাইয়া ।
বধিবে জীবন বুঝি সবেমেলে মাতিয়া ॥
কান্ত বিনা তব বাণে যদি যায় প্রাণ ।
নারী দেহ ছাড়ি তবে হইব পুমান ॥
হতেছে আমার মনে এই অভিলাষ ।
শিব সম তেজ লব হয়ে শিব দাস ॥

অকেতু তরঙ্গ তাবি যৌবন সাগরে ॥
তাহে মৃত্যু কুলতরি কামেন্দ্রিয় ভারে।
অবলা দুর্ব্বলা বালা বাহিতে কি পারে ॥
ডুবু ডুবু করে তরী কাণ্ডারী বিহীনে।
রক্ষাকরে লজ্জা হাল চাপিয়া যতনে ॥
জ্বকালে পড়িয়া ক্রমে হৈল বল হীন।
ছিন্ন ভিন্ন কলেবর তাপিত দিন দিন ॥
শুকাইল সুখ সিন্ধু মলিন বদন।
পূর্ণ চন্দ্রে মেঘ যেন কৈল আচ্ছাদন ॥
সখীগণ হেন রূপ করি নিরীক্ষণ।
পরস্পর হৈল সবে চিন্তান্বিত মন ॥
সকলে একত্র মিলে বলে কিকারণ।
রাজপুত্রী হৈলা সখী মলিন বদন ॥
অসুরাগি বসিয়াছে শুষ্ক কণ্ঠোপরে।
দিনে দিনে হইতেছে শীর্ণ কলেবরে ॥
পূর্ব্ব যত রঙ্গ রস বাক্যের কৌশল।
হাস্য পরিহাস পরিহরিছে সকল ॥
বিলক্ষণ কুলক্ষণ নিরীক্ষণ করি।
জানিতে ইহার তত্ত্ব চল সহচরি ॥
সখীগণ যুক্তি কৈলা এই অনুমানে।
মৃদু ভাবে জিজ্ঞাসে মোহিনী সন্নিধানে ॥
শুন রাজবালা মোরা করি নিবেদন।
তোমার সমীপে এক মনের কথন ॥
সত্য করি বল ধনী আমাদের কাছে।

কি জন্যে আকৃতি তব এমন হতেছে ।
দিনে দিনে শুকাইছে মুখ অরবিন্দ ।
নীরস হতেছে কিসে হাস্য মকরন্দ ॥
কি রোগ জন্মিয়া দেহে হৈল আচ্ছাদন।
প্রকাশ করিয়া বল শুনি বিবরণ ॥
হেমাঙ্গ হয়েছে কালি নাহি দেখে যায় ।
মহেন্দ্র বর্ণ তাঁর কিছুই নাজানি ॥
এখনি আমরা গিয়া ওগো সুলোচনা ।
কহিব তব মায়ে করিবে ভৎর্সনা ॥
তাহাতে জননী পাঠাবেন মহারাজ ।
পাঠাবেন ব্যাধিনাশ জন্য কবিরাজ ॥

সখীদের প্রতি মোহিনীর উত্তর।

গীত। রাগিণী খাম্বাজ তাল মধ্যমান

বিষম সমরে প্রাণ যায়। সখীরে
আমার, ধৈর্য্যবিভীষণ হয়ে সকল
মজায়। মার, মার শব্দ কাণে, সদা
বক্ষ হল রণে, রক্ষা হেতু রণ
হলে, না দেখি উপায়।
বিপক্ষের পক্ষ যত, হৃদকায়ে অবি
রত, বধ করিল হত, নাহি হায়রে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন শুন সখীগণ, আমার দুঃখ বচন,
প্রকাশ করিয়া তবে বলি।
তোমরা আমার প্রতি, কহিলে গো যে ভারতী
তাহা সখী প্রমাণ সকলি॥
হয়েছে যে যৌবনায় সে কথা না বলা যায়,
মরমে মরম হয় প্রীতি।
তোমরা বুঝিতা মনে তাই করিয়া প্রচার,
কহি তোমা সবাকার প্রতি॥
যৌবন হয়ে কুপথ, বুঝি তাহে মন পিত্ত,
তাহে উৎপত্তি মদনের জ্বর।
ঘোর চিত হইয়া তার, বিরহ দুষ্ট শ্লেষ্মায়,
হইয়াছে সম্পূর্ণ বিকার॥
কলঙ্কির কুভাষণি, শুনিয়া প্রাণ দহনি,
সদা অঙ্গ হইতেছে দাহ।
দুরন্ত মলয়া বায়, কুসুম সৌগন্ধে তায়,
ঘন ঘন হইতেছে মোহ॥
মধুকরের ঝঙ্কার, প্রবেশি কর্ণ কুহর,
বধির করয়ে গো তাহার।
কোকিল তুষ্ণা অনুক্ষণ, নাহি হয় সম্বরণ,
বাঁচিবার না দেখি উপায়॥
নিরীক্ষিয়া নিশাকর, কাক নিদ্রা হয় হরে
জীবন সদনে ত্রয়োতাপ।

মহেশের প্রেমদায়, কিঞ্চিৎ বলি তোমায়,
শ্রবণ করগো সুলোচনে ॥

গীত। রাগিণী বাগেশ্বরী তাল
আড়া ঠেকা।

কেন এত ধনি, পিরিতে বাসনা
ও বিধুবদনী ॥
করিতেছ যতন, মিছা কেন প্রাণ
পণ, নাহি জেনে বিবরণ, ভাব
দিবস রজনী ॥
প্রেম নয় সামান্য ধন, আগে সুধা
বিতরণ, শেষে করে জ্বালাতন, সদত
পরাণী। প্রিয় হবে প্রতিকূল,
অকূলে ভাসিবে কূল, বিচ্ছেদ বাণে
প্রাণাকুল, হবে বিনোদিনী ॥

ত্রিছন্দ পয়ার।

ব্রজধামে, কৃষ্ণপ্রেমে, রাধা বিনোদিনী।
সয়েছে যত, দুঃখ যত, শুন বিনোদিনি ॥

ঘরে কাল, আছে ভাল, পাপ ননদিনী।
পেয়ে ছল, প্রতিফল, দেয়গো তখনি ॥
কুবচনে, দুনয়নে, অশ্রুধারা ঝরে।
সদা ভীতি, সে দুনীতি, আয়ানের ডরে ॥
ভবপারে, যাইবারে, যে নাম তরণী।
প্রেমে মজে, হল ব্রজে তিনি কলঙ্কিনী ॥
প্রেমরসে, পিবারাশে, লজ্জা ভয় ত্যজে।
ঘোর নিশি, থাকে বসি, ঘোরারণ্য মাঝে ॥
সে সে কাঁদে, কালাচাঁদে, নাপায়ে নিশিতে।
দুঃখ জলে, অঙ্গ ঢেলে, লাগিলা ভাসিতে ॥
আর শুন, দুঃখ পুনঃ, কাঁর নিবেদন।
ব্রজপুরী, পরিহরি, যবে নারায়ণ ॥
মধুপুরে, [illegible]কারে, অক্রুরের সনে।
গোপিকা, শ্রীরাধিকে [illegible] বৃন্দাবনে ॥
হেনবাণী, কমলিনী, শুনি অন্তঃপুরে।
অকস্মাৎ, বজ্রাঘাত, সম জ্ঞান শিরে ॥
কেন্দে কেন্দে, শ্রীগোবিন্দে, ধরিবার তরে।
দ্রুত হাটে, মাঝবাটে, লজ্জা নাহি করে ॥
উপবিষ্ট, ছিলা কৃষ্ণ, রথোপরি যথা।
ধরাতলে, কেঁদেবলে, কৃষ্ণ চল্লে কোথা ॥
কিবা দোষে, অতিরোষে, ত্যজি নিজজনে।
প্রাণ হরি, প্রাণ হরি, লয়ে সঙ্গোপনে ॥
ফিরে চাও, বলে যাও, কবেহে আসিবে।
এরাধার, প্রেমাধার, কবে দান দিবে ॥

মনমালী, আপন কালি, বসে দিয়া আশা।
বর্ষ শত, হলোগত, না হইল আসা॥
কংশারি, কংসে মারি, বসিসিংহাসনে।
পুরি হারে, রাজা করে, আনন্দিত মনে॥
দ্বারকায় দ্বারকায়, তারপর আসি।
রাজা হয়ে, কার বিয়ে, ষোড়শ রূপসী॥
কমলিনী, চিন্তামণি, বিনা অনাহারে।
ধরাসনে, অচেতনে, পড়ে শবাকারে॥
কৃষ্ণ বলে, অশ্রুজলে, ভাসি নিশিদিন।
... বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, হয়ে কৃষ্ণ হীন॥
... প্রাণ, বাকি প্রাণ, তাঁর আশে মাত্র।
... তাঁর, নৈলে আর, স্পন্দহীন গাত্র॥
... রক্ত, ভয়ে এত, দুঃখপান তিনি।
... মত্ত, প্রেমতত্ত্ব, নাজানিয়া ধনী॥
সিদ্ধেশ্বর, নিরন্তর, ভাবিত অপার।
কি সাহসে, ভবপাশে, পাইব নিস্তার॥
নিদারুণ, সে অরুণ, সুত ব্যাধ পাছে।
আছে ভয়, কিসে জয়, পাব তার কাছে॥
অনুপায়, হয়ে তায়, বলে দীন জন।
অন্তকালে, গঙ্গাজলে, হে যেন পতন॥
রসনায়, যেন গায়, রাধাকৃষ্ণ নাম।
শ্রীদাসেরে, দয়া করে, কর গুণধাম॥

[illegible]

রাণীর নিকটে সখীদের গমন ।

লঘু ত্রিপদী ।

মোহিনীর হেন বাণী শুনিয়া বিস্ময় মানি,
সখীগণ জিজ্ঞাসা কয় ।

শুন শুন রাজকন্যা, তুমিগো কুলের বালা,
চাঞ্চল্য কি তব যোগ্য হয় ॥
এত বলি প্রবোধিয়া, রাণীর সমীপে গিয়া,
বিগ্ন করে কহে সখীগণ ।
শুন ওগো মহারাণি, আমাদের এই বাণী,
তব কাছে করি নিবেদন ॥
হইয়া আছ নিশ্চিন্ত, কুলভয় নাহি চিন্ত,
ধর্ম্ম পথ কিসে থাকে বল ।
আমরা ভাবি গো তাই, বিবাহের কথা নাই,
কুলে কন্যা যুবতী হইল ॥
নগরেতে কাণাকাণি, যথা তথা এই বাণী,
রাজ বাটীর একি ব্যবহার ।
সকলে আমা সকলে, ডাকিয়া বিরলে বলে,
লাজে মুখ তোলা হয় ভার ॥
সখীদের এত বাণী, শ্রবণ করিয়া রাণী,
মনে মনে করেন বিচার ।
অতি ক্রোধান্বিতা হয়ে, আজ যথোচিত কয়ে,
মহারাজে দিব যে ধিক্কার ॥
এতেক যুকতি করি, রহিলেন পাটেশ্বরী,
স্বীয় কার্য্য করিয়া বর্জ্জন ।
ইহা দেখি সখীগণ, গিয়া মোহিনী সদন,
নিবেদিল সব বিবরণ ॥

অন্তঃপুরে অতঃপর, আইলেন দণ্ডধর,
রাজকর্ম্ম করি সমাপন।
বসিলেন নিজঘরে, রাণী আসি ক্রোধভরে,
রাজপ্রতি বলেন তখন॥
শুন ওহে নররাজ, দেখিয়া তোমার কায,
এ সংসার চাহি ত্যাগ করি।
লোকের গঞ্জনা আর, সহিতে হয়েছে ভার,
সুতরায় এদেহ যদি মরি॥
রাজকর্ম্মে সদা থাক, গৃহধর্ম্ম নাহি দেখ,
লোকলাজ নাহি কর ভয়।
একে ত বিষম জ্বালা, যুবতী হইল বালা,
বল কিসে ধর্ম্ম রক্ষা হয়॥
দেখিয়া দৌহিত্র মুখ, পাইব পরম সুখ,
বিবাহ দিবেহে বুঝি পরে।
ইহাই করিয়া যুক্তি, মনে সুখী হয়ে অতি,
আছি পণ করি স্বয়ম্বরে॥
রাজ্ঞীমুখে হেন শুনি, ত্রস্ত হয়ে নৃপমণি,
অতিশয় হলেন অধৃষ্ট।
নিশি হৈল সুপ্রভাত, শীঘ্র আসি নরনাথ,
সিংহাসনে হন উপবিষ্ট॥
পাত্র মিত্র অতঃপর, আসি সবে পরস্পর,
নম্র শিরে গৌরব রাখিল।
বসিল সুসজ্জা করি, মন্ত্রগণ আদি করি,
সুমন্ত্রে ভূপতি আজ্ঞা দিল॥

ক্রমে সব মহীপাল, কাঞ্চনখণ্ড ভূপাল,
আলয়েতে হৈল উপনীত।
কাঞ্চনখণ্ডের স্বামী, শীঘ্র হয়ে অগ্রগামী
রাখে মান যেই রাজনীত॥
সকলেরে সমাদরে, অতি মনোরঙ্গ ভরে
বাসাইল যত্নে স্থানে স্থানে।
নানা দ্রব্য উপহার, সাজাইয়া ভারে ভার,
পাঠাইল সব সন্নিধানে॥
নৃপগণে তুষ্ট হয়ে, আহারাদি সব পিয়ে,
মনঃসুখে করয়ে বিশ্রাম।
মোহিনী পাবার আশে, অতিশয় হৃদুল্লাসে,
পরস্পর স্পর্দ্ধা অবিরাম॥
হেথানে অন্দরে রাণী, ডাকিয়া পরিচারিণী,
বলিলেন হয়ে আনন্দিত।
শুনহ সকল দাসী, নিমন্ত্রিয়া প্রতিবাসী,
নারীগণে আনহ ত্বরিত॥
একজনা তাড়াতাড়ি, যাহ পুরোহিত বাড়ী,
ব্রাহ্মণীকে আগে ডাকি আন।
মাসেনীর বাটী গিয়া, স্বয়ম্বরা বার্ত্তা দিয়া,
মালিনীরে সঙ্গে করি আন॥
রাজ্ঞী আজ্ঞা শিরে ধরি, ধাইল সব কিঙ্করী,
নিজ নিজ কার্য্য সাধিবারে।
পুরোহিত ঠাকুরাণী, আর যে প্রতিবাসিনী,
সবে এল রাজার আগারে॥

সনে অবিকল, হইয়া ভূপাল, অন্দর মহল,
মধ্যে প্রবেশিল ।
করিল ভোজন, গন্ধাধিবাসন, নাড়ুকা পূজন,
যষ্ঠ্যাদি করিয়া ॥
এখানে ভুবন, করিয়া পঠন, হেন নিবেদন,
পত্র মোহিনীর ।
মালিনীর ঘরে, চিন্তিত অন্তরে, বসি একেশ্বরে,
মনোমধ্যে স্থির ॥
বাঁধিয়া আমারে, কেমন বিচারে, পুরুষ ঘরে,
করিয়াছে পণ ।
ধরি রূপবেশ, করিয়া প্রবেশ, বুঝিব বিশেষ,
যে রাজার মন ॥
ইহা ভাবি রায়, নাপিত সজ্জায়, মালিনী আলয়,
হইতে তখন ।
পরি বস্ত্র জীর্ণ, অতি কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষৌরাদির চিহ্ন,
লইয়া গমন ॥
আসি ধীরে২, মহারাজ দ্বারে, দ্বারির গোচরে,
ছলনা করিয়া ।
প্রবেশিল রায়, যথা কালিকায়, বসিল হুয়ার,
সভাপ্রান্তে গিয়া ॥
পাইয়া সময়, সভামধ্যে হয়, মোহিনী উদয়,
নব অনুরাগে ।

বিশ্ব মনোহারী, রূপে সেই নারী, রাজাগণ হেরি
চমৎকার লাগে ॥
কি দিব উপমা, রম্ভা তিলোত্তমা, নহে তার সম
মানসেতে মানি ।
নবঘন কান্তে, হেন বরণেতে, হল আশ্চর্য্যে
পতিতা দামিনী ॥
কিবা কৃশোদরী, হেরিয়া কেশরি, লাজেতে পলায়ে
প্রবেশে কাননে ।
অতি শোভা দিয়া, মাতঙ্গের গর্ব্ব, খর্ব্বিয়াছে এ
সে গজগমনে ॥
কেশ করি বাঁধা, গন্ধপুষ্পমালা, তাহাতে দিয়াছে
ভ্রমে অলিকুল ।
চৌদিকে বেড়িয়া, থাকিছে গাইয়া, লোভে, নিরন্তর
গুঞ্জরে ব্যাকুল ॥

মোহিনীর রূপ দেখিয়া রাজাদের মনেং অভিপ্রায় ।

তুনক ছন্দ ।

মকাতরে, স্তব করে, বন্দে কেহ কালীকে ।
কালহরা, কালদারা, কালী কালিকে ॥
অসিধরা, ভয়ঙ্করা, খণ্ড মুণ্ড মালিকে ।
দেহ মোরে, কৃপা যোরে, এই রাজ বালিকে ॥
হেনরূপ, অপরূপ, দেখি কোন ভূপতি ।
বলে দুর্গে, মম ভাগ্যে, দেহ এই যুবতী ॥

শ্লোক।

কুর্য্যাম্মালিন্যা গৃহেয়োর্বাসং উদ্যানে পদ্মা
ভূয়াৎ প্রকাশং। মমনেত্রকক্ষরেণ হৃৎবা
মন্যাত্রতংপর এনসারেণ॥

অস্যার্থঃ।

মালিনীর বাসে বাস করে যেই জন।
কুসুমের মধ্যে আসি দিয়া দরশন॥
কটাক্ষ সন্ধানে মম হরিয়াছে মন।
নিতান্ত আমার সাধ উঁহার চরণ॥
ইহা শুনি নৃপগণ হইল বিস্ময়।
কেহ না করিতে পারে তাহার নির্ণয়॥
সভাপ্রান্তে ছদ্মবেশে বসি গুণাকর।
মৃদু হাস্য মুখে কহে প্রশ্নের উত্তর॥

উত্তর।

খ্যাতভীরেহক্ষবাণেন, আঘাতঃ ক্রিয়তে
ত্বয়া। আদৌভীষ্ম হৃদোদ্ধারং গমনীহ্যা
মনোহপিঃ॥ রূপেণ মোহিতং কৃত্বা, মাং
চৌরং বদসে বৃথা॥

অস্যার্থঃ।

সরোবর কূলে অক্ষ শরাঘাত করি।
অগ্রে ভাঙ্গি হৃদদ্বার মনো লৈলা হরি॥
নিজ রূপ কুহকেতে করিয়া মোহিত।
আজ ধনী তাহে চোর বলা অনুচিত॥

পয়ার।

এতেক শুনিয়া মুনি বিদায় হইল।
রাজার সকল নৃপ প্রমাদ গণিল॥
পরস্পর কহে সবে একি বিপরীত।
প্রশ্নের উত্তর কিসে দিলেক নাপিত॥
চাতুরি দেখিয়া ধনী লাগিল ভাবিতে।
নাপিতে কহে রায় নয়ন ভঙ্গিতে॥
এখন গোপনে দোঁহে হইল মিলন।
মধ্যেতে ছিল তার যেই নিদর্শন॥
অঙ্গুলীর অঙ্গুরী পরিত্যাগ করি।
দান করিয়াছিলা যখন সুন্দরী॥
দেখিতে বুঝায়ে তাই দিল শুভক্ষণে।
দান করিয়া ধনী হরিষ বদন॥
প্রজাপতির পদদ্বয় করিয়া স্মরণ।
মনে মনে সভাজনে করিয়া বন্দন॥
নাপিতেরে বরমালা করিল প্রদান।
দেখি নৃপগণ হাসি কৈল অপমান॥
মহাকোলাহল শব্দ হইল নগরে।
রাজকন্যা বরমালা দিলা নাপিতেরে॥
অপমান ভূপেরে বহু লজ্জা দিয়া।
রাজগণ নিজ রাজ্যে গেলেন চলিয়া॥
অধোমুখ হয়ে কৈসে ভূপাল লজ্জায়।
ধরণী ফাটয়ে যদি তার মধ্যে যায়॥
খেদে রাজা বলে দিয়া সিন্ধু জলে ঝাপ।

পরিত্যাগ করি গিয়া মনের সন্তাপ ।।
রাজ্য আদি এসংসার করিয়া বর্জ্জন ।
লজ্জা নিবারণ করি প্রবেশিয়া বন ।।
অকলঙ্ক কুলে অঙ্ক হইল পতন ।
আর না পারিব আমি দেখাতে বদন ।।
এমন কন্যাতে আর কোন প্রয়োজন ।
শ্মশানে লইয়া দোঁহে করহ ছেদন ।।
রাজার মুখেতে শ্রুত হয়ে হেন উক্তি ।
পাত্র মিত্রগণ তবে স্থির করি যুক্তি ।।
প্রবোধ বচন বলি অধিক বিনয়ে ।
রাজারে অন্দর মধ্যে দিলেন পাঠায়ে ।।
কন্যার শোকেতে রাণী ব্যথিত অন্তরে ।
লজ্জার কারণে মুখে বাক্য নাহি সরে ।।
পাত্র মিত্রগণ যুক্তি করি অতঃপরে ।
মহাশয় আনাইয়া লয়ে যোগিনীরে ।।
অন্য অট্টালিকা এক নগর প্রান্তরে ।
বর কন্যা লয়ে রাখে তাহার ভিতরে ।।
প্রহরিগণেরে ডাকি নিযুক্ত করিয়া ।
রক্ষার কারণে দিল দ্বারে বসাইয়া ।।
যোগিনী ভুবন প্রতি জিজ্ঞাসে তখন ।
কেবা তুমি পরিচয় দেহ যে এখন ।।
এত শুনি কহে রায় পরিহাস ছলে ।
কি হেতু আমারে তুমি বরমাল্য দিলে ।।
কি হবে এখন প্রিয়া পরিচয় নিলে ।

উভয়ে বধিবে রাজা নিশি পোহাইলে ॥
তব আশে আমি হেথা এই শেষ কালে ।
জীবন সংশয় করি বিপাকে মজালে ॥
অগ, তব চিত্তে তুমি চিন্তা কর দুঃখ ।
তব অনুগত আমি সেই হে বনিতা ॥
প্রেমবিলাসক বনে ভ্রমিতে আসিয়া ।
এখানে তোমারে প্রিয়ে মনঃ প্রাণ দিয়া ॥
এত বাণী শুনি ধনী বলে প্রাণকান্ত ।
এবেশ ধরিলে কেন বলহে নিতান্ত ॥
মন্দ মন্দ হাস্য আস্যে বলে গুণাধার ।
বুঝিতে তোমার মন ভণিতা আমার ॥
প্রকাশ পাইয়া ধনী জীবন অন্তরে ।
রজনী বঞ্চায় সুখে প্রাসাদ ভিতরে ॥
মোহিনী বলেন নাথ ভাবে কি কারণ ।
এ গঞ্জনা সহিবারে আছে প্রয়োজন ॥
স্বরূপ প্রকাশ করি জানাও বাপেরে ।
সমনাদরে তিনি তুষিবে তোমারে ॥
সুধন বলেন প্রিয়ে শুন বিবরণ ।
পশ্চাতে জানাব মর্ম্ম আছে প্রয়োজন ॥
প্রকাশ না কর ইহা মন বাক্য রেখো ।
পরেতে হইবে যাহা আপনি তা দেখো ॥
এখানে সে নিশি গত দুঃখে রাজা করি ।
প্রাতে উঠি বিধি মত নিত্য কর্ম্মাচরি ॥
বাহির দেওয়ানে আসি বৈসে সিংহাসনে ।

রাজার কিঙ্কর ধরি ভবনের করে ॥
বাহির করিয়া দোঁহে অট্টালিকা হৈতে ।
চৌদিকে বেড়িয়া সব চলিলেক দতে ॥
নগরের লোক সব ভবনে দেখিয়া ।
বালক বৃদ্ধ যুবা আসি আইল ধাইয়া ॥
এরূপ লোকজন অতি মনোনীত ।
দেখিয়া সবার মন হইল মোহিত ॥
কেহ বলে হেন রূপ কভু দেখি নাই ।
নারীগণ বলে মরি লইয়া বালাই ॥
এইরূপ পরস্পর বলে প্রজাগণ ।
ক্রমে উপনীত হইল রাজার সদন ॥
বাহিনীয়ে অন্তঃপুরে দিল পাঠাইয়া ।
অধোমুখ হৈল রাজা ভবনে দেখিয়া ॥
সভামধ্যে আর ওরে কোন প্রয়োজন ।
বাঁধি কহি কর লয়ে মস্তক ছেদন ॥
সভে বলে দেখিলাম একি চমৎকার ।
মহারাজ সভার বুঝি এমত বিচার ॥
সঙ্কটে পড়িয়া ভাবে তখন যে রায় ।
বাঁচাতে আপন তত্ত্ব করেন উপায় ॥
সভামধ্যে এক শ্লোক করিয়া বিচার ।
সভাবিদ্যমানে বলে করিয়া প্রচার ॥
তোমার নিকটে রাজা এই নিবেদন ।
এক প্রশ্ন বলি তবে করহ শ্রবণ ॥

শ্লোক।

অহংশ্চ প্রথমো মূর্খঃ দ্বিতীয়শ্চ সত্ত সদঃ।
নরেন্দ্রজ স্তৃতীয়শ্চ শেষো মূর্খো বিচারকঃ।

অস্যার্থঃ।

প্রথমে আপনি মূর্খ না ভাবিয়া পর।
অজ্ঞানশ্চ মূর্খ তাকে না বরে উত্তর॥
নর্ম্ম দক্ষ না ভাবিল মূর্খ রাজকুমার।
পাছে পাছে মূর্খ রাজা না করে বিচার॥
শুনিয়া রাজার মনে বাড়িল উন্মাদ।
বলে কহ সে বৃত্তান্ত করিয়া প্রকাশ॥
ভুবন বলেন তবে শুনহ রাজন।
প্রকাশ করিয়া বলি শ্লোকের কথন॥

চোর বিপ্রের ইতিহাস।

পয়ার

দক্ষিণ দেশেতে ছিল এক নৃপবর।
সিন্ধু নাম ধরে অতি ধর্ম্মেতে তৎপর॥
তার পুত্র রূপবান অতি মনোহর।
বড় দুষ্ট চিত্তে তার নাম গুণাকর॥
তার জায়া যুবতী সে বড়ই সুভাগা।
রম্ভা তিলোত্তমা সম রূপে সেই বামা॥
তার সহ সদা সুখে বঞ্চে গুণাকর।
তাহার বৃত্তান্ত রাজা শুন অতঃপর॥

সেই গ্রামে এক দ্বিজ নাম সত্যবান।
জয়দেব নামে এক তাহার সন্তান॥
অতিশয় মূর্খ দুরাচার সে ব্রাহ্মণ।
তস্করের সঙ্গে বসে করে সর্ব্বক্ষণ॥
সত্যবান উপায়েতে কাল যাপন করে।
লোকান্তর হৈল তার কিছু দিন পরে॥
জয়দেব মূর্খ দ্বিজ উপায় বর্জ্জিত।
সংসার হইল তার ভাবিয়া চিন্তিত॥
কোন মতে নাহি হয় ভরণ পোষণ।
চৌর্য্য বৃত্তি করি কাল করেন ক্ষেপণ॥
এক দিন সেই দ্বিজ চুরির কারণে।
নগর প্রবেশে যায় অতি আনন্দিত মনে॥
প্রহরেক নিশি হৈল ঘোর অন্ধকার।
রাস্তায় রাস্তায় ফেরে সব চৌকিদার॥
নিশাচর ভয়ে দ্বিজ নগরী ত্যজিয়া।
গমন করেন ত্রস্ত বন মধ্য দিয়া॥
হেন কালে আচম্বিতে দৈব বাণী হৈল।
জয়দেব সেই বাক্য শুনিতে পাইল॥
সিন্ধু রাজার পুত্র আজ গুণাকর বীর।
তৃতীয় প্রহর নিশি সময়ে সুধীর॥
রমণীর সঙ্গে সুখে শুইয়া শয্যায়।
বিবাদ হইবে দোঁহে কথায় কথায়॥
সেই ঘরে আছে এক খড়্গ খরশান।
স্ত্রীহত্যা করিবে তাহে রাজার সন্তান॥

শোকের কারণে সেহ সেই অস্ত্রাঘাতে।
ত্যজিবেক নিজ প্রাণ তাহার পশ্চাতে ॥
তবে যদি কেহ পারে অস্ত্র লুকাইতে।
তবেত বাঁচিতে পারে তারা উভয়েতে ॥
ইহা শুনি জয়দেব মনেতে ভাবিল।
রাজ পুরে তবে আজ বড় অমঙ্গল ॥
দ্বিজ কুলোদ্ভব হেতু দয়া হৈল তার।
হরণ বর্জিয়া মনে করিল বিচার ॥
আনিছ যে দ্রব্য সেই সে সিন্ধু রাজার।
আমা হৈতে হয় যদি এই উপকার ॥
প্রাণ পণ করি কার্য্য করিবার ছলে।
এত ভাবি চোর বিপ্র ফিরিল চঞ্চলে ॥
বহু কষ্টে প্রবেশিয়া সেই কুটীরেতে।
সেই অসি লয় দ্বিজ আপনার হাতে ॥
পালঙ্ক নীচেতে অতি নির্জ্জনতা স্থল।
সেই খানে লুকাইল দেখিতে কৌশল ॥
দম্পতি শয়ন করি হইয়া আনন্দ।
কে খণ্ডাতে পারে যাহা দৈবের নির্ব্বন্ধ ॥
কথায় কথায় দোঁহে হয় মহাদ্বন্দ্ব।
পতি প্রতি বলে রামা বাক্য অতি মন্দ ॥
নারীর দুর্ভাষে সেই রাজার নন্দন।
স্ত্রী হত্যা করিবারে ক্রোধে হৈল মন ॥
নিদ্রিতা হইল শেষ তাহার রমণী।
তৃতীয় প্রহর কাল হইল যামিনী ॥

ধীরে ধীরে উঠি সেই গুপ্তাগারে যায়।
যে খানে আছিল খড়্গ সেই খানে যায়॥
অস্ত্র না দেখিয়া মনে হইল বিস্ময়।
ভাবিতে ভাবিতে মন্ত্রি সুপ্ত হইল তায়॥
হাহাকারে পড়িল চোর না দেখে উপায়।
ইতি মধ্যে রাজপুত্র দেখিবারে পায়॥
তখন ধরিয়া তার বাঁন্ধি কারাগারে।
দাখিল করিল সেই রাজার হুজুরে॥
দৃষ্টি করি সিন্ধুরাজা দূতে আজ্ঞা দেন।
মশানে লইয়া এর কাটহ গর্দান॥
যেমত বিচার দেখ এরাজা সভার।
আজ্ঞা দেন নির্দোষির শির কাটিবার॥
শুনিয়া তখন সে কাঞ্চনখণ্ড পতি।
নিরীক্ষণ করি সেই ভুবনের প্রতি॥
চোরের বৃত্তান্ত শুনি দয়া উপজিল।
পরে কি হইল তার পুনঃ জিজ্ঞাসিল॥
ভুবন বলেন পুনঃ শুনহ রাজন।
চোর বিপ্র সভা মধ্যে করয়ে রোদন॥
যোড় হস্তে ডাকি নানা করে ধর্মপ্রতি।
বিনা দোষে ব্রহ্মহত্যা করে নরপতি॥
এতেক শুনিয়া রাজা বিস্ময় হইল।
তাহার বৃত্তান্ত দ্বিজে জিজ্ঞাসা করিল॥
রাজ অগ্রে নিবেদন করেন ব্রাহ্মণ।
কৃতাঞ্জলি করিয়া নিশির বিবরণ॥

দিয়া তখন ভূপ দ্বিজপদে ধরে।
স্তুতি করি বলে দোষ ক্ষমহ আমারে॥
বস্ত্র আদি বহু অর্থ সে ব্রাহ্মণে দিয়া।
বিদায় করিয়া দিল সন্তোষ করিয়া॥
ভুবনের কথা শুনি সভাসদ গণ।
করপুটে রাজ অগ্রে করে নিবেদন॥
অদ্য ওরে বন্ধ করি রাখ কারাগারে।
কল্য উপযুক্ত শাস্তি দিও সুবিচারে॥
রায় বলে এত দয়া কিসের কারণ।
দেখিতে পেলেনা রাজা জামাতা নিধন॥
ইহা শুনি দূতে আজ্ঞা করেন রাজন।
এনাদিতে কারাকক্ষে রাখহ এখন॥
আজ্ঞামাত্র বন্দি করি রাখে চরগণ।
সভা ভাঙ্গি স্বস্থানে করিলে গমন॥

ভুবনের বন্দি গৃহ হইতে কালিকার স্তব।

পয়ার।

কারাগারে বদ্ধ হয়ে ভাবেন ভুবন।
কেনবা এমন কার্য্যে করিলাম মন॥
ছদ্ম বেশে বুঝিবারে রমণীর মন।
এখন হইল রাজা সমান শমন॥

কি কোন উপায় রায় ভাবে মনে মন।
স্বরূপ প্রকাশ করি সে আর কেমন॥
আপন মাহাত্ম্য জানাইতে হইল মন।
অনায়াসে এড়াইব বলিয়া শমন॥
কালিকার রাঙ্গাপদে মজাইয়া মন।
সোপানেতে বেগে রায় করি আচমন॥
হইয়া একান্ত চিত্ত অত্যন্ত কাতর।
কালিকার স্তব করে চৌত্রিশ অক্ষরে॥
ক্লীঁ কালী কৃপাময়ী কুলীন কাল করে।
ক্রিয়া বিহীন কুমতি কুক পাতকেরে॥
কাত্যায়নী কালহরা কামরি কালিকা।
কাতরে করুণা কর কাশীপি কারিণী॥
খরশান খড়্গে ক্ষীণে করিবারে ক্ষয়।
খরতর খল অরি ক্ষন্ত নাহি হয়॥
গিরিজা গণেশ মাতা গতি প্রদায়িনী।
গতি দেহি জ্ঞানহীনে এবার গির্বাণী॥
ঘন রূপা ঘন সম ঘোর ঘাতকে।
মরে পেয়ে ঘোরদায় ঘটালে ঘটকে॥
চণ্ডিকা চামুণ্ডে চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী।
চরমে চরণে রাখ চন্দ্রাঙ্ক ভাগিনী॥
ছাপাইতে ছদ্মবেশ হলে ছেলে জানে।
ছল পেয়ে ছাগ সম ছেদী বধে প্রাণে॥
জয় দুর্গা জগদম্বা জগৎ কারিণী।
জগদ্ধাত্রী জয়া জীবে জীবন দায়িনী॥

ঝটিৎ ঝাঁপনি সম ঝাট আসি ধরে।
সে ঝঙ্কার দেখি আঁখি ঝর ঝর ঝরে॥
টল টল টলে প্রাণ টঙ্কর টিটকারে।
টানাটানি করে টাঙ্গি টাঙ্গে কাটিবারে॥
ঠেকেছি মা ঠক হাতে ঠকাতে কামিনী।
ঠেলনা চরণে ঠাঞি দেহ ঠাকুরাণী॥
ডরে অঙ্গ কাঁপে ডাকাইতি সম ডাকে।
ডুবিয়া মা ঘোরদায় ডাকি গো তোমাকে॥
ঢেয়েতে ঢাকিল মান ঢাক ঢোল বাজিল।
ঢাকিতে আপন রূপ গৌরব ঢাকিল॥
তাপিতে তারিতে তব চরণ তরণী।
তরঙ্গ তরঙ্গে তন্ত্রে শুনেছি তারিণী॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ এস্থানে থাকিয়া।
স্থির কর স্থিরাকরা পাদে স্থান দিয়া॥
দনুজ দল দমনী দুঃখ দূর কর।
দীনে দয়া কর দুর্গা দুর্গ প্রাণ হরা॥
ধরাধর সুতা ধূমা ধূর্জটি কামিনী।
ধ্যানাতীতা ধাতাদির আয়ুধ ধারিণী॥
নিস্তার গো নিস্তারিণী নীলকণ্ঠ জায়া।
নির্গুণ নরেরে দিয়া নিজ পদ ছায়া॥
পার্ব্বতী পরমেশ্বরী পরমা প্রসূতী।
পার কর প্রাণে বধে পাপাত্মা ভূপতি॥
ফাঁফরে ফেলিল আমায় সব হৈল ফাঁকী।
ফিকির না দেখি গোমা ফিরাফিরা ডাকি॥

ক্ষমঙ্করী এবার ক্ষাঁদের দোষ ক্ষম ।।

—०—

রাজাপ্রতি কালিকার দণ্ড ।

অথ ত্রিপদী ।

এখানে ভুবন, আছে যে কারণ,
জানিয়া ঈশ্বর স্থান ।
কৈলাশ হইতে, কাঞ্চনপুরেতে,
উদয় ভবানী আসি ।।
তৃতীয় প্রহর, নিশি ঘোরতর,
নিদ্রা যান নরপতি ।
শিয়রে সর্ব্বাণী, বসি কহে বাণী,
গভীর গর্জ্জিয়া অতি ।।
ওরে দুরাচার, না কর বিচার,
একি রীতি রে রাজন ।
তোমার দুষ্কৃতা, কৈল যারে ভর্ত্স,
সামান্য নহে সেজন ।।
নম্র ব্যবহারে, তুষিয়া তাহারে,
পরিচয়ে বুঝ মন ।
নচেৎ তোমার, নাহিক নিস্তার,
আগত হৈল শমন ।।
এতেক বলিয়া, আশ্বাস করিয়া,
ভুবন ভক্তে প্রতি ।

কৈলাস শিখরে, তথন সত্বরে,
কালিকা কহিলা পতি ॥
রাজা পায় ভয়, নিদ্রাভঙ্গ হয়,
দুর্গা স্মরে দিবা জ্ঞানে ॥
রাত্রি পোহাইল, আসিয়া বসিল,
বহির্দ্দিক দেওয়ানে ॥
আনন্দ হৃদয়, লয় জামাতায়,
পরম প্রীতি রাজা বলে ।
শিশুর চরিত, ভুবনে বিদিত,
আসে মন্ত্রী কুতুহলে ॥
প্রীতি অতি যত্নে, রাজা ধরি হাতে,
বসাইলা সিংহাসনে ।
প্রবোধ করিয়া, পরিচয় দিয়া,
সন্তোষ আগারে মনে ॥
শুনিয়া ভুবন, বলেন তখন,
বিদ্রূপ করি রাজারে ।
কেন মহাশয়, চাহ পরিচয়,
বিনাশ করিবে যারে ॥
বধিয়া আমারে, নিজ দুহিতারে,
বিধবা কর রাজন ।
তোমার অযশঃ, অধিক বিরস,
ঘুষিবে জগত জন ॥
কহে নরবর, কামাক্ষ গোচর,
নিজ তত্ত্ব নাহি কবে ।

বাজয়ে জয়ঢোল লক্ষ লক্ষ বাঁশী।
তাহার সঙ্গদ দেয় আশীলক্ষ কাঁশী ॥
মানকাড়া ডিকার দগড়াদি করি।
ঝাঁজ খরতাল বাজে বাজয়ে মহুরি ॥
শত শতসানাই বাজে আর বাজে ডম্ফ।
ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচে বাজে জগঝম্প ॥
কত শত ঘোড় থাই নাহয় গণনা।
টাবু টুবু করি বাজে কলসার বাজনা ॥
তাতাথৈ তাতাথৈ বজয়ে মৃদঙ্গ।
আনন্দে মাতিয়া ঘন বাজায় তোড়ঙ্গ ॥
সারঙ্গ সুন্দর বাজে আর বাজে বীণ।
খঞ্জনীর তাল তাহে দেয় নংখ্যাহীন ॥
এইরূপ বাদ্যকর বাজায় মাতিয়া।
তানপূরা বেহালাদি তবলা লইয়া ॥
সুমধুর স্বরে গান করয়ে গায়কে।
মনের আহ্লাদে নৃত্য করয়ে নাটকে ॥
তাহার সঙ্গদ পাখয়াজে দেয় তাল।
দ্বারে নহবত বাজে শুনিতে রসাল ॥
হেনরূপ বাদ্য ভাণ্ডে দেশ পূর্ণ হৈল।
পুরবাসি গণ সুখ সাগরে ভাসিল ॥
বরকন্যা একাসনে আসিয়া বসিল।
দ্বিজগণ আসি দোঁহে আশিষ করিল ॥
পুলকে পূর্ণিত রাজা হইয়া তখন।
যতনে যৌতুক দেয় অমূল্য রতন ॥

হয় হস্তী পদাতিক দাস দাসী গণ।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেন রাজা মধুর বচন॥
এতেক যৌতুক দিয়া গোলেন ভূপতি।
কৌতুক যৌতুক দেখ যতেক যুবতী॥
কেহ বলে নাতিন জামাই হলকাল।
রূপেরছটায় ঘর করিয়াছে আল॥
শুনিয়া ভুবন মনে পিরিত পাইল।
নগরের নারীগণ দেখিতে আইল॥
রাজবাসে আসি দেখি ভুবনের রূপ।
প্রেমাবেশে উথলিল কামরস কূপ॥
অধরা হইয়া যত যুবতী রমণী।
পরস্পর বলে দেখ ওপ্রাণ সযোনী॥
আহা মরি মরি একি রূপ চমৎকার।
কিকহিব কারি করি ধন বিধাতার॥
নিজ মনোনীত করি বসিয়া বিরলে।
গঠেছে অবলা বুঝি মজাবার ছলে॥
কিবা নাক কিবা মুখ দেখলো দেখলো।
মাথার চিকুরদেখে মনভুলে গেল॥
কি কহিব রাণীর ভাগ্যের সীমা নাই।
মনোমত পাইয়াছে এহেন জামাই॥
কেহ বলে দেখ দেখি ওগো বড় দিদী।
কন্যার মতন বর মিলায়েছে বিধি॥
পরস্পর নারীগণ দেখিয়া সেবরে।
মনেমনে নিজ নিজ পতি নিন্দা করে॥

নবীন যুবতী অতি একুলক্ষণা ।
প্রকাশ করিয়া বলে আপন যন্ত্রণা ॥
আমার কপালে বিধি এই লিখে ছিল
এনব যৌবন মম বিফলে রহিল ॥
কার সুখাঙ্কুর ভেদ করিছিনু আসি ।
সে হেতু হইল মম ধ্বজভঙ্গ স্বামী ॥
এমত বসন্তে সুখি ত্রিভুবনে প্রাণী ।
নিকটে থাকিতে পতি আমি বিরহিণী ॥
একত্রে শুইলে পরে, যে হয় অন্তরে ।
সারা রাত্রি চক্ষুজল ঝরঝর ঝরে ॥
তাহাতে প্রবোধ বাক্য সেই নানা কয় ।
বন্যা কি দে একমুষ্টি বালির বাঁধে রয় ॥
হতেছে তরঙ্গ ভারি যৌবন সাগরে ।
কাম বন্ধে কামতরী টল টল করে ॥
এমন অনেক নারী করে তারা খেদ ।
না হয়ে প্রীত তাদের বাড়িল বিচ্ছেদ ॥
এই রূপ রামাগণ হয়ে ক্ষুব্ধ মন ।
পরস্পর নিজ বাসে করিলা গমন ॥
আনন্দে মাতিয়া রাণী জামাতা লইয়া ।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ পেয় নানা রস দিয়া ॥
জামাতা কন্যায় সুখে করায় ভোজন ।
আহ্লাদেতে পরিপূর্ণ হইল ভুবন ॥
নারীগণের অভিপ্রায় রসের প্রবন্ধ ।
সিদ্ধেশ্বর দাস কহে পাঁচালির ছন্দ ॥

মোহিনীর সজ্জা।

ঝম্পকছন্দ।

সুপ্তি পাইল শশাঙ্ক মুখী।
রঙ্গিণী রঙ্গিণী হইল সুখি॥
সকালে মিলিয়া সারিয়া কাজ।
লইয়া মোহিনী করায় সাজ॥
কালিন্দ বরণ জিনিয়া কেশ।
সুকর্ণ উপরে শোভয়ে বেশ॥
সুগন্ধ তৈল মাখিয়া তায়।
সুচারু করিয়া বিনায়ে দেয়॥
দেখিয়া ধনীর বেণীর শোভা।
সাপিনী ভাগিনী ময়ূর লোভা॥
সীমন্তে সিন্দূর তিলক কণী।
বান্ধিল সীঁথিতে খচিত মণি॥
মাঝারে শোভিত তাহার শুল।
তাহাতে দুলিছে মতির দুল॥
তার তলে দিল চন্দন বিন্দু।
চন্দ্রোপরে যেন শোভিল ইন্দু॥
নাসায় তিলক দিল যে নারী।
বিভোল হইল মানস তারি॥
অন্তরে থাকুক সামান্য জন।
হেরিলে টলয়ে মুনির মন॥

সেইনাসা তিল কুসুম রং।
তাহাতে পরায় রতন নং॥
মুকতা মণির কিরণ জ্বলে।
দোলয়ে নলক তাহার তলে॥
কর্ণের ভূষণ আছিল যত।
পরাল করিয়া মনের মত॥
ঝুমুকা প্রভৃতি স্বর্ণের ফুল।
মধ্যেতে দোলন পান্নার দুল॥
বদন ঘেরিয়া শোভিল তারা।
চাঁদের পার্শ্বেতে যেমন তারা॥
কণ্ঠায় পরায় চিকণ চিক।
হীরাদি করয়ে ঝেচিক চিক॥
সুরঙ্গ মুক্তার সপ্তম নর।
ভূষিত করিল তাহার পর॥
যতনে ধরিয়া কোমল করে।
বাহুর ভুষণ পরায় পরে॥
তাড়াদি বাজুর ঝাপা যে দোলে।
কঙ্কণ পরায় চুড়ের কোলে॥
নিতম্ব উপরে করিল শোভা।
নরের মানস চকোর লোভা॥
সুবর্ণ সোণার চন্দ্রমা হার।
ইহার অধিক কব কি আর॥
উরুত যেমন কদলি তরু।
তাহে দিল মল ভুজার গুরু॥

পদের আল্‌তার শোভা না জানি।
সংক্ষেপে কহিনু সজ্জার বাণী ॥

সজ্জাযুক্ত রূপ বর্ণনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

সখীগণ সাজাইয়া, নিজমন মজাইয়া,
চাহি রহে আঁখি ছলছলে।
রূপের দেখি কান্তি, রমণীর হয় ভ্রান্তি,
পুরুষ কি হয় বুঝ ছলে ॥
মনে মনে ভাবি তাই, খুঁজিয়া নাহিক পাই,
এ নারীর রূপ সমতুলে।
উপমা দেয় সবে, সে শোভিবে কি গৌরবে,
যার তুল্য সেই যায় ভুলে ॥
কি কব তাহার ভাব, ভাবে না বুঝায় ভাব,
ভাব ভুলে ভাবে যদি ভাব।
দেখি অঙ্গবর্ণ খানি, মণি হয়ে অভিমানী,
হইয়াছে দৃশ্যের অভাব ॥
মুখের তুলনা নাই, চাঁদ পদ্ম এক ঠাঁই,
ভুলিয়া রয়েছে মনোখোভে।
খঞ্জন চকোর ভ্রান্তে, আঁখিছলে নাসা প্রান্তে,
ভুলি আছে হাস্য সুধা লোভে ॥

তাহা নিরীক্ষণ করি, মৃগ গর্ব্ব পরিহরি
চঞ্চল হইয়া রহে বনে।
শুনিয়া ধনীর ধ্বনি, কোকিল ভুলিয়া ধ্বনি
ঋতুরাজে ভাবে মনে মনে ॥
দেখি তার কুচ উচ্চ, সুমেরু হইল তুচ্ছ
শৃঙ্গ ভাঙ্গি পড়িল সাগরে।
অগ্রভাগ দেখি গুঞ্জ, ভুলে নিজ তেজঃ পুঞ্জ
জন্ম নিল অরণ্য ভিতরে ॥
হেরি তার ক্ষীণ কটি, নমস্কার কোটি কোটি
করি সিংহ পালাইল বনে।
সুগভীর দেখি নাভি, কমল কমল ভাবি
ভুলে বাস করিলা জীবনে ॥
নিতম্ব করিলে দৃষ্টি, না রহে বিধির সৃষ্টি
মুগ্ধ হয় সংসারের জন।
কাঁপি উঠে ভূমণ্ডল, তাহা দেখি সুনির্ম্মল
নীলাম্বর হৈলা আচ্ছাদন ॥
ময়ূর হেরিয়া তায়, মেঘ ভাবি অভিপ্রায়
নৃত্য করে পুচ্ছ প্রসারিয়া।
সৌদামিনী করি জ্ঞান, কাম ইন্দ্র হানে বাণ
নর হৃদ আকাশে বসিয়া ॥
সে উরু করিয়া সৃষ্টি, সরল করিয়া দৃষ্টি
বিধি নিজ মনে বিচারিল।
কদলির তরু ইথে, আছিল তুলনা দিতে
তাহে ছিন্ন করিয়া রাখিল ॥

তাহার গতি দেখিলে, গজেন্দ্র মরাল ভুলে,
নিজ পদ পানে নাহি চায়।
দেখেতে রসিক জন, ভুলে দেয় স্বীয় মন,
বুদ্ধে ধীর স্ববুদ্ধি হারায় ॥
অঙ্গের সৌরব ছোটে, পুষ্পে আগি ভৃঙ্গ যোটে,
সে গন্ধ না পায় কোন ফুলে।
তাঁর কি কহিব নাট, ভোঁ ভোঁ রবে কাটে কাট,
গুণ গুণ গুণ রব তুলে ॥

বাসর সজ্জা।

পয়ার।

নানান কৌশলে হল দিবা অবসান।
এরিতে বাসর সজ্জা হয় যত্নবান ॥
মালাকার পুষ্প আনি যোগায় ত্বরিত।
সাজাইল সখীগণ করি মনোনীত ॥
প্রথমত খট্টাঙ্গ যে ফুলেতে রচিল।
ফুলময় গদি করি তদুপরি দিল ॥
ফুলের তাকিয়া করি রাখে থরে থর।
ফুলের মশারি তার ফুলের ঝালর ॥
ফুলের আড়ানি তাহে কুঙ্কুম চর্চিত।
ব্যজন করিলে গন্ধে করে আমোদিত ॥
তোড়া বন্ধি করি ফুল রাখে স্থানে স্থানে।
আতর গোলাব দান তার বিদ্যমানে ॥

সুগন্ধি তাম্বুল রাখে স্বর্ণ বাটাভরি।
প্রস্তরে আলয় আল কৈলা সহচরী ॥
ভুবনে আনিতে শীঘ্র এক সখী গেল।
আসিয়া রসিক রাজ পালঙ্কে বসিল ॥
বাম ভাগে বসিলেন রাজার ললনা।
বসন্ত রাজার সভা হইল তুলনা ॥
আপনি ভুবন তাহে হলেন মদন।
বামপার্শ্বে রতি তাহে মোহিনী রতন ॥
ভুরু যুগ ফুলধনু তাহে পঞ্চবাণ।
ভুবনের পদ্ম নেত্রে কটাক্ষ সন্ধান ॥
দুহ পার্শ্বে সখীগণ চামর ঢুলায়।
মলয়া মারুত সম জ্ঞান হয় তায় ॥
মন্দ মন্দ বায়ে বাড়ে রসের তরঙ্গ।
তাহাতে গুঞ্জরে সদা সুখে মনোভৃঙ্গ ॥
কোকিল জানিহ তাহে মোহিনীর ভাষ।
চন্দ্র রশ্মি দেখি পদ্ম হইল প্রকাশ ॥
বিপরীত বাক্য এই শুনে চমৎকার।
ইহার বৃত্তান্ত কহি করিয়া প্রচার ॥
সুখের যামিনী হেতু পূর্ণিমা পাইল।
আসিয়া ভুবন চন্দ্র উদয় হইল ॥
তাহা সন্দর্শন করি পিরিতি বাড়িল।
মোহিনীর হৃদ পদ্ম প্রফুল্ল হইল ॥
সময় পাইয়া স্মর হৈয়ে আনন্দিত।
দম্পতি নিকটে আসি ত্বরায় উদিত ॥

বিস্তারিয়া ফুলধনু সাধিতে সকর।
সন্ধান পূরিল তাহে সম্মোহন শর॥
জর্জ্জর হইল অঙ্গ হীন জ্ঞের বাণে।
লজ্জার কারণে দোঁহে ব্যাকুলিত প্রাণে॥
অন্তরে গুমরে নাহি প্রকাশিতে পারে।
পুরুষ চঞ্চল জাতি ধৈর্য্য হতে নারে॥
মৃদু২ ভাবে ধরি মোহিনীর কর।
রমণ যাচঞা তখন করে গুণাকর॥
দেহ প্রিয়ে আলিঙ্গন মৃড়াগ জীবন।
পঞ্চ শরানলে অঙ্গ হতেছে দাহন॥
এজ্বালায় তব অঙ্গ সুশীতল বারি।
স্নিগ্ধ কর অঙ্গ দিয়া উত্তাপ নিবারী॥
হেন বাক্য শুনি তবে রস পূর্ণা নারী।
বলে নাথ তুমি এত কেন অবিচারী॥
আলিঙ্গনের কিবা মর্ম্ম আমি নাহি জানি॥
থরথর কাঁপে বপু শুনি তব বাণী॥
নূতন হলাম বৃতি পিরিতি বিষয়ে।
আমারে বলহে ইহা কেমন করিয়ে॥
রসিক হইয়া কর কষ্টতা পিরিত।
তোমার সমীপে দেখি সব বিপরীত॥
অঙ্কুরে লোভিতে ইচ্ছা কর পক্ক ফল।
কলিতে সুমধুপান এবড় কৌশল॥
এত শুনি কহে রায় ধনী সম্বিধান।
মোরে বিপরীত বল একোন বিধান॥

তোমার নিকটে আছে সেই বিপরীত ।
দেখিয়া আমার হয় হৃদয় কম্পিত ॥
শুনেছি পদ্মের প্রীতি সূর্য্যের সংহতি ।
সেই যে কেবল বিজ্ঞগণের ভারতী ॥
দিবাভাগে পঙ্কজ যে প্রস্ফুটিত হয় ।
সে হেতু অরুণ সহ ঘটায় প্রণয় ॥
কে কোথা দেখেছে প্রিয়ে কে কোথা শুনেছে ।
নলিনী চন্দ্রের প্রেমে মগ্ন হইয়াছে ॥
অন্তরীক্ষে থাকে ভানু গগন উপরে ।
কমলিনী মর্ত্ত্যে থাকে রহে সরোবরে ॥
হেরিলাম তব কাছে এক বিপরীত ।
শশীর উপরে আছে পদ্ম প্রস্ফুটিত ॥
যদি বল সে কেমন তার বিবরণ ।
প্রকাশ করিয়া বলি করহ শ্রবণ ॥
রাকা শশী সম তব মুখ শশধর ।
শোভে পদ্ম দুই আঁখি তাহার উপর ॥
আর তব বিপরীত কহিতে বিশাল ।
পর্ব্বতে জন্মায় লতা আছে চিরকাল ॥
তারি বিপরীত ইহা হয় অনুভব ।
লতায় জন্মায় গিরি একি অসম্ভব ॥
ইহার বৃত্তান্ত বলি শুন দিয়া মন ।
আমিত করিলাম প্রিয়ে আজ দরশন ॥
স্বর্ণলতা সমা তুমি আমি জ্ঞান করি ।
কুচ দ্বয় গিরি ঐতব বক্ষোপরি ॥

এই রূপে সুখ নিশি হৈল অবসান ॥
নিশাপতি অস্ত গেল কুমুদী মুদিল ।
কমল পদ্মের সহ মিলন হইল ॥
চক্রবাকীর মনোদুঃখ হল নিবারণ ।
স্বপতির সঙ্গে রঙ্গে করয়ে বঞ্চন ॥
পঞ্চমে কুহুকারে পিক বসি বৃক্ষোপরি ।
আর পক্ষিগণ জাগে কোলাহল করি ॥
তরুণ অরুণ প্রভা হৈল পূর্ব্বাচলে ।
জাগ্ চলে স্নান হেতু ভাগীরথীর জলে ॥
দেবালয়ে মহাবাদ্য বাজিতে লাগিল ।
গায়কে মঙ্গল গান আরম্ভ করিল ॥
মহামহোৎসবে দোঁহে প্রীতি হৈল অতি ।
সুখ নীরে পরিপূর্ণ হইল যুবতী ॥
নানা রস রঙ্গ রাগ বাড়িতে লাগিল ।
দিনে দিনে রসরাজ মগন হইল ॥
সে যে বিষম কূপ সিন্ধু পরিমাণ ।
ডুবিয়া রসিক থান নাপান সন্ধান ॥
যতেক গভীর গম্য তত বৃদ্ধি তার ।
অতলস্পর্শ দেখি ভাগিবারে চায় ॥
অধিক সংযুক্ত কাম ভারাক্রম কায়ে ।
উঠিতে নাহিক দেয় কামিনী সহায়ে ॥
অভাব অভাব তথা বিভব বিস্তর ।
স্বভাবে সুরভি পতি রহে নিরন্তর ॥
তরুণী রমণী পেয়ে রাজার নন্দন ।

ইহা শুনি কহে রায় রাজার নিকটে।
যে আজ্ঞা করিলা ভূপ তেন স্নেহ বটে॥
অধিক দিবস গত তব নিকেতনে।
শীঘ্রগতি অনুমতি করহে এক্ষণে॥
রাজা বলে একান্ত যাইবে নিজালয়।
আপনি করহ বাপা মনে যাহা লয়॥
এত বলি সভা ভাঙ্গি গেল দণ্ডধর।
এসব বারতা কহে রাণীর গোচর॥
রাণী বলে কি বলিছে হে মহারাজন।
কেমনে বিদায় দিব মোহিনীরতন॥
আমি না পাঠাব প্রাণ কন্যা গুণবতী।
জামাতা করুন যাত্রা আপন বসতি॥
না হয় হইবে মন্দ জগতে অখ্যাতি।
তাহাতে আমার কিছু না হইবে ক্ষতি॥
রাজা বলে শুন রাজ্ঞি কহি তোমাপ্রতি।
মিছা মায়া পরিত্যাগ কর ভাগ্যবতী॥
পৃথ্বী মধ্যে এই নীতি আছে পূর্ব্বাপর।
স্ত্রী লোকের পতি হয় পরম ঈশ্বর॥
স্বামী পদ সেবা কৈলে মোক্ষ পদ পায়।
নীতি শাস্ত্র অনুসারে সকলে বুঝায়॥
যে পর্য্যন্ত অদত্তা কাদয়ে কুমারী।
পিতা মাতা থাকে তার প্রতি অধিকারী॥
বিবাহ হইলে আর কাহার না রয়।
যে স্থানে পতির বাস সে থানে আশ্রয়॥

এত শুনি নিলা রাণী কন্যা ক্রোড়ে করি।
চুম্বন করেন আস্যে শশধর পরি॥
স্নেহেতে আবৃতা রাণী বহে অশ্রুধারা।
মারে ছেড়ে যাবি কোথা ওগো নয়ন তারা॥
আর কি দেখিতে পাব তব চান্দমুখ।
জানিতে দারুণ কথা বিদরয়ে বুক॥
মায়ের ক্রন্দন দেখি কন্যার রোদন।
উভয়ে নয়নজলে মুছায় বদন॥
বহুবিধ উপহার লইয়া তখন।
কন্যার বদনে দেয় করিয়া যতন॥
এই রূপে দিবা নিশি করিলা যাপন।
প্রাতঃকালে যাত্রা হেতু করে আয়োজন॥
যৌতুকের দ্রব্য যত আনি থরে থর।
তার তার সাজাইল হইয়া সত্বর॥
হয় হস্তী পদাতিক দাস দাসীগণ।
অগ্রসর করাইল করিয়া সাজন॥
রত্নে নির্ম্মিত করা মহাপা লইয়া।
শিবিকা বাহকগণ আইল সাজিয়া॥
হেনপরে ভুবন আসি মাগয়ে বিদায়।
প্রণমিল রাজা রাণী উভয়ের পায়॥
আশীর্ব্বাদ করে রাজা হরিষ হইয়া।
চলিল ভুবন রায় বিদায় পাইয়া॥
মোহিনীরে লয়ে চতুর্দ্দোলের ভিতরে।
বসাইয়া স্নেহে অশ্রু ঝর ঝর ঝরে॥

নানামত সুখালাপ স্নেহ রস ভাবে।
উভয়ে উভয় মনঃ প্রবোধে সম্ভাষে ।।
মনোমত করী পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
স্বরাজ্যে গমন হৈল তখন ভুবন ।।
কাঞ্চনপত্তন ভূপতি কন্যারে বিদায়।
কিছু দূর দৃষ্টি করি [illegible] জুড়ায় ।।
সেই পথে আপন বাসে গমন করিল।
পূর্ব্বমত স্বীয় কার্য্য করিতে লাগিল ।।
কত দেশ নদ গ্রাম করিয়া পশ্চাৎ।
চলিল ভুবন নিজ সঙ্গি করি সাথ ।।
স্বরাজ্য নগর হৈল নিকট [illegible]।
বাড়িল রায়ের মনে পরম আমোদ ।।
দূতে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন তখন।
আমার আগমে অগ্রে করহ গমন ।।
আছেন দুঃখিত হয়ে মাতা পিতা বনে।
জানাবে প্রণাম মোর দোঁহার চরণে ।।
আজ্ঞামাত্র এক দূত ত্বরায় ধাইল।
রাজার দুয়ারে আসি উদয় হইল ।।
দ্বারীর নিকটে দিল নিজপরিচয়।
আনন্দে হইয়া মত্ত রাজ অগ্র সর ।।
দূতবরে অগ্রেতে করি চলিল পশ্চাতে।
সম্মুখে দাঁড়ায় গিয়া দোঁহে যোড় হাতে ।।
রাজদৃষ্টি হবামাত্র নোয়াইয়া শির।
ভুবন আগত বার্ত্তা জানাইল বীর ।।

ধাবকের মুখে বাণী শুনি নরেশ্বর ।
উথলিল উঠিল আনন্দ সপ্ত রত্নাকর ॥
তৃষ্ণাতুর মৃগ যেন পাইল জীবন ।
মৃতু দেহ যেন পুনঃ পাইল জীবন ॥
সে কথা কহিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বল ।
রাণীর সমীপে গেলা আনন্দ উজ্জ্বল ॥
পুত্র আগমন বার্ত্তা জানাইলা রাজন ।
যে প্রকার হইলো রাজ্ঞী মহা হর্ষ বদন ॥
আনন্দ বারতা শুনি বলে নৃপতি রাজন ।
তোমার প্রাণের প্রাণধন সে নন্দন ॥
রাজা বলে অল্প দূরে আসিছে নন্দন ।
চর আসি অগ্রে বার্ত্তা কহিলে শ্রবণ ॥
তোমার আমার বাণী শুভা দৃষ্টি কালে ।
বিবাহ করিয়া পুত্র আনিছে মঙ্গলে ॥
ইহা কহি পাত্রে শিঘ্রে ডাকিলা ভূপতি ।
মঙ্গল আচার হেতু দিলেন আরতি ॥
আজ্ঞামাত্র বিধি মত করে আয়োজন ।
সারি সারি রম্ভাতরু করিল রোপণ ॥
স্বর্ণ কুম্ভে বারি পূর্ণ রাখে সারি সারি ।
চন্দনের ছিটা দিয়া দেলে ধূলি মারি ॥
স্থানে স্থানে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি ।
মঙ্গল বাজনা বাজে নানা রস ধ্বনি ॥
পুত্র আনিবারে রাজা হৈলা অগ্রসর ।
নগর নিবাসি সব ধাইলা সত্বর ॥

সম্মুখে ভুবন রায় হস্তী পৃষ্ঠ হৈতে।
নিম্ন কৃতে পদব্রজে আইল পুরীতে ॥
পিতার অগ্রেতে আসি নোয়াইয়া শির।
চরণ বন্দন কৈল যতনে সুধীর ॥
সম্ভাষ করিল রাজা পরম আদরে।
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল হস্ত দিয়া শিরে ॥
ক্রমে ক্রমে সম্ভাষণ করিয়া সকলে।
প্রবেশ করিল আসি অন্দর মহলে ॥
ধাইয়া আইল রাণী আদি নারীগণ।
যতনে মাতার পদ করেন বন্দন ॥
বিধি মতে করে নারী মঙ্গলাচরণ।
হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে এয়োগণ ॥
পুত্র বধূ দেখি রাণী আনন্দে মোহিল।
কোলে করি উভয়ের বদন চুম্বিল ॥
বর কন্যা বরণ করিয়া নিলাগারে।
ভোজন করায় দোঁহে নানা উপহারে ॥
মহামহোৎসব হৈল রাজ নিকেতনে।
বহু দান করে রাজা হরষিত মনে ॥
মঙ্গল বাজনা নানা বাজিতে লাগিল।
নগরের নারীগণ দেখিতে আইল ॥
যৌতুকের দ্রব্য সব যত্নে থরে থরে।
রাখাইল স্থানে স্থানে ভাণ্ডার ভিতরে ॥
রাজা আদি প্রজাবর্গ দাস দাসীগণ।
সকলের মনোদুঃখ হইল হরণ ॥

এতেক শুনিয়া বাণী, আশ্বাসিয়া ভবরাণী,
বলেন শুন উন্মাদিনী কে।
নাহি কর অভিরোষ, সংলি কর্ম্মের দোষ,
পতি পাবে কিছু দিন বৈ॥
সৌরভ কাননে গিয়া, তপস্বিনী বেশ হৈয়া,
কিছু কাল করহ ক্ষেপণ।
উপায় কহিনু আমি, তথায় পাইবে স্বামী,
ইথে নাহি ধর অন্য মন॥
এই রূপ দৈব বাণী, শ্রুত হয়ে উন্মাদিনী,
মাতুলিনী সহিত তখন।
সৌরভ কাননে গিয়া, পত্র কুটীর নির্ম্মিয়া,
রহিলেন পতির কারণ॥
এখানে শুনহ পরে, কতেক দিবস পরে,
মনে মনে ভাবিলেন রায়।
হরিণ শীকার জন্যে, যাইব আজ অরণ্যে,
পিতৃ অগ্রে মাগয়ে বিদায়॥
শুনি মৃগয়ার বাণী, আজ্ঞা দিলা নৃপমণি,
দূর বনে না কর গমন।
পিতৃ অনুমতি পায়, হয় আনাইয়া রায়,
স্বসাজে করিল আরোহণ॥
পদাতিক গণ সঙ্গে, লইয়া পরম রঙ্গে,
চলিলেন অটবী ভিতরে।
কানন ঘেরিল বল, সকলে হয়ে প্রবল,
যুতে যুতে এণ ধায় ডরে॥

উঠিয়াযা শীঘ্র করি, স্বর্ণের গেলাস ভরি,
সুবাসিত বারি দিল মায়ে।
জলপান করিরায়, দূর কৈল পিপাসায়,
বসিলেন তাহার আশ্রয়ে॥
বিচার করেন মনে, এনারী একাকী বনে,
তপস্বিনী বেশে করে বাস।
স্বর্ণপাত্রে দিল জল, বুঝিতে না পারি ছল,
কিসে পাব ইহার প্রকাশ॥
এতেক ভাবিয়া ধীর, মানতে করিল স্থির,
পরিচয় লেবার কারণ।
শ্লোক এক করি যুক্তি, নারীপ্রতি কৈল উক্তি,
নৃপতি হয়ে রাজার নন্দন॥

শ্লোক।

কিমাকাঙ্ক্ষা মতৌকুর্য্যাৎ যোগীভস্মাবপুঃ
প্রিয়াৎ। একাকিনী মহারণ্যে বসতিংকুরু
কামিনি॥

অস্যার্থঃ।

কি বাঞ্ছা মনে করি সাধ্বী বেশধরি।
একাকী কাননে বাস কর হে সুন্দরি॥
শুনিয়া তখন প্রশ্ন ভুবনের প্রতি।
উত্তর করিছে তার হাসিয়া যুবতী॥

উত্তর ।

মমভাগ্য ফলং সর্ব্বং নচকর্ম্ম নদৈবকং ।
উপস্থিতা মহারণ্যে কে ত্বং স্বং কর সাধনং ॥

অস্যার্থঃ ।

আপন ভাগ্যের ফলে তপস্বিনী হৈয়া ।
ঈশ্বর সাধনা করি অরণ্যে বসিয়া ॥
এতেক উত্তর শুনি রাজার নন্দন ।
পুনর্ব্বার এক শ্লোক বলেন তখন ॥

শ্লোক ।

বনে তপস্বিনী যাত্রী তত্রাপি ভোগ পাত্রকং ।
কিমাশ্চর্য্যং তৎসমীপে স্বর্ণ পাত্র ব্যবস্থিতং ॥

অস্যার্থঃ ।

তোমার নিকটে দেখি একি চমৎকার ।
তপস্বিনী বেশে থাক অরণ্য মাঝার ॥
রাজ ভোগ সম তুল্য তব ব্যবহার ।
জলপান হেতু পাত্র আছয়ে সোণার ॥
শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসি উন্মাদিনী ।
ভুবনের প্রতি বলে উত্তর কাহিনী ॥

উত্তর ।

হেপান্থো হং নপিবামি অস্মিন
স্বর্ণ ঘটে বা । তবামৃতে দদৌ
ধাতা পাত্রঞ্চ হেম নির্ম্মিতং ॥

অস্যার্থঃ ।

আমার কারণে নহে এই স্বর্ণ পাত্র ।

তবাদৃষ্টে জগদীশ মিলাইলা অত্র ॥
বুঝিলাম হবে তুমি রাজ কুলোদ্ভব ।
নতুবা এরূপ পাত্র আমি কোথা পাব ॥

পয়ার ।

শুনিয়া ভুবন মনে সন্তুষ্ট হইল ।
দেখিয়া ধনীর রূপ অনঙ্গে মোহিল ॥
তখন বুঝিল ধনী সামান্যা সে নয় ।
পরে যাহউক আগে লই পরিচয় ॥
ইহা ভাবি বলে রায় জিজ্ঞাসয়ে ধনী ।
কে তুমি এবনে বাস কর একাকিনী ॥
উন্মাদিনী বলে শুন পুরুষ সুজন ।
মম পরিচয়ে তব কোন প্রয়োজন ॥
শ্রান্তযুক্ত হয়ে আইলে আমার গোচর ।
যথা শক্তি তব তুষ্ট করিনু অন্তর ॥
এক্ষণে আমার কাছে কেন দাঁড়াইয়া ।
সুপথে গমন কর সত্বর হইয়া ॥
যুবরাজ বলে ধনী একি বিপরীত ।
এমন হইলে প্রিয়ে কিসে আচম্বিত ॥
সরল স্বভাবে কথা কহিছিলে আগে ।
একপ কঠিন হলে কিবা অনুরাগে ॥
ভাবেতে বুঝিল ধনী এ নিজ পতি ।
এত দিনে মিলাইয়া দিলা ভগবতী ॥
ইহা ভাবি পরিহাস ছলে কহে তায় ।
রমণী কঠিন তুমি জানহ নিশ্চয় ॥

সুরূপ সকল লড় তাহা আমি জানি।
সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয়ে মজায় কামিনী॥
সে সব হইতে কথায় নাহি প্রয়োজন।
আপনি আপন স্থানে করহ গমন॥
এশিয়া তোমারে ভয়ে কাঁপিতেছে প্রাণ।
চোরের সদৃশ ভাবে করেছ সন্ধান॥
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে রসিক সুজন।
অভিপ্রায় বুঝিলেক মালিনীর মন॥
এ কেমন শর্ব্বরী দেখিতে অদ্ভুত।
... হয়ে চোর বলে শাস্তি বুঝি ভাব॥
অনিন্দ্য লক্ষণ কান্তিপ্রাপ্তি এ ভুবনে।
তোমার সদৃশ চোর না দেখি নয়নে॥
... শশাঙ্কের গৌরব হরিয়া।
নিজাঙ্গে রাখিয়াছ দেখহ ভাবিয়া॥
সেই দুঃখে প্রতি দিন না করে উদয়।
... অন্তরে এক দিন কলাপূর্ণ হয়॥
আর দেখ বনে বাস করে কুরঙ্গিণী।
তার আঁখি হরিয়া লয়েছ চন্দ্রাননী॥
তিল ফুলের শোভা করেছ নাসায়।
বদনে রেখেছ কেরে বুঝি অভিপ্রায়॥
স্থলপদ্ম হরিয়াছ চুকর উপর।
দৃষ্টিতে করেছ চুরি সম্মোহন শর॥
রাখিয়াছ বিম্বকান্তি হরি ওষ্ঠোপরি।
দশনে রেখেছ কুন্দ কলিচয় হরি॥

যংপ্রের ভাব চরি করিয়া সুন্দরী।
আপন সুরেতে বাখিয়াছ লিপ্ত করি ॥
ক্ষণে বিজলী খেলে নব জলধরে।
হাস্যছলে লুটি তাহা রেখেছ অধরে ॥
গিধিনীর গর্ব্ব কিছু আছিল কর্ণেতে।
তাহাও করেছ চুরি আপন কর্ণেতে ॥
কলিঙ্গ ভ্রমর তারা বনে বাস করে।
কি দোষ করেছে ধনী তোমার গোচরে।
বুঝিতে না পারি তব এ কি আচরণ।
কুন্তলে হরেছ তাদের অঙ্গের কিরণ ॥
হেন চোর আমি নাকি দেখি কোন কালে।
তপ্ত কাঞ্চনের রূপ কেমনে হরিলে ॥
কোকনদ মদ হরিয়াছ করতলে।
নিষ্কণ্টক করি ভুজে রেখেছ মৃণালে ॥
চম্পক কলির মান্য অঙ্গুলে হরেছ।
মুকুতার জ্যোতিঃ হরি নখরে রেখেছ ॥
আর তব পরাক্রম দেখে লাগে ভয়।
গরুড় তোমার কাছে মানে পরাজয় ॥
সুমেরুর এক শৃঙ্গ ভেঙ্গেছিল বলে।
তাহা না রাখিতে পারি ফেলে সিন্ধু জলে॥
তুমি ধনী দুই শৃঙ্গ লয়ে নিজ বলে ॥
রাখিয়াছ বক্ষোপরি অতি অবহেলে ॥
তাহাতে করেছ চুরি গুচ্ছের শোভন।
হেরিলে মুনির মন তাহাতে হরণ ॥

এত দিন অন্তে প্রিয়ে শুভ যোগ হৈল ॥
এক্ষণেতে আর নাহি কোন প্রয়োজন ।
এস তবে যাই কান্ত নিজ নিকেতন ॥
পথিকে পাইয়া সতী পুলকা হইল ।
উভয়ে উভয় প্রেম সাগরে ভাসিল ॥
দম্পতি একত্র পেয়ে কৌতুক বাড়িল ।
অনন্যজ কাল ব্যাজ তিলার্দ্ধ না কৈল ॥
সন্ধান পূরিল বাণ উভয় অঙ্গেতে ।
আকুল হইল দোঁহে কামের শরেতে ॥
ধৈরজ ধরিতে নারে মাতার নন্দন ।
বলে প্রিয়ে শীঘ্র করি দেহ আলিঙ্গন ॥
অধোমুখী হয়ে তাহে বলে বিধুমুখী ।
তোমার নিকটে সব অবিচার দেখি ॥
হও তুমি রসরাজ গুণের ভাজন ।
বিবাহ না হতে আগে চাহ আলিঙ্গন ॥
মনুষ্য জনম হইয়াছে পুনর্ব্বার ।
এখন করিতে হবে বিবাহ আচার ॥
যাহার উভয় ধর্ম্ম আছে যেই নীত ।
পরেতে করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত ॥
শুনিয়া রসিক রাজ বিচারিল চিত্তে ।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল মাল্য পরিবর্ত্তে ॥
নানান রমণ রস প্রসঙ্গ করিল ।
লইয়া রমণী রায় বাটীতে আসিল ॥
[illegible] এই নারী ।

শুনিয়া সকলে হৈল অতি মনস্কারি ॥
মোহিনীর কাছে গিয়া বিনয় করিয়া ।
উম্মাদিনী লয়ে হাতে দিল সমর্পিয়া ॥
উন্মাদিনী রূপ দেখি মোহিনী সুন্দরী ।
উথলিল হৃদপদ্মে সুখ মধু ভরি ॥
উভয়ে উভয় রূপ নিরীক্ষণ করি ।
চমৎকারে থাকে গর্ব্ব আপনা পাসরি ॥
উভয় হইল প্রীত সম একাকার ।
একত্রে বিশ্রাম কার্য্য একত্রে আহার ॥
এতুই যুবতী লয়ে রাজার নন্দন ।
রহ প্রেমানন্দ করেন বর্ষণ ॥
কতদিন পরে হরিহর মহা রাজ ।
ভুবনেরে রাজ্য দিয়া পরিত্যাগী কাজ ॥
স্বস্ত্রী সংহতি তির্থে করিয়া ভ্রমণ ।
লোকান্তরে স্বর্গ বাসে করিলা গমন ॥
পিতৃ কার্য্য করি রায় কৈল বহু দান ।
যাগ হোম ধর্ম্মাচার নাহি পরিমাণ ॥
রামরাজা সম প্রজা করেন পালন ।
সর্ব্ব সুখে প্রজা কাল করয়ে যাপন ॥
নিত্য মহোৎসব হয় রাজার ভবনে ।
নৃত্য গীত বাদ্য [illegible] মঙ্গলাচরণে ॥
একপে ভুবন রাজা সুখে রাজ্য করে ।
দুই রাণী পঞ্চ পুত্র প্রসবিলা পরে ॥
মোহিনীর গর্ব্বে জন্মে দুই গুণধর ।